মানবিক মূল্যবোধ ও সমাজ সচেতনতার দীপ্ত দর্পণ

সুমধ্যমা

সবার মাঝে, সবের মাঝে

Postal Registration No. Kol RMS/474/2025-2027
Published on 3rd December, 2025

December, 2025 Volume-XI, Issue-X | 8 Pages, Rs. 2.00 | R.N.I. No-WBBEN/2015/63375

চূড়ান্ত প্রস্তুতির পালা শেষ, ৭ ডিসেম্বর সকালে

রাজপথে মহার‍্যালি

র‍্যালির প্রাক্ প্রচারে সি এস কোর্টিং সেন্টারে সম্পাদকের সঙ্গে অন্যান্যরা

নিজস্ব প্রতিনিধি- শীতের সকালে ৭ ডিসেম্বর উত্তর কলকাতার রাজপথের দখল নেবে হাজারো মানুষ। এবার এই র‍্যালি উৎসর্গ করা হয়েছে বিশ্বকাপ জয়ী ভারতীয় মহিলা ক্রিকেট দলকে। বিশ্ব এইডস দিবসকে সামনে রেখে এইডস ও থ্যালাসেমিয়া সচেতনতার বার্তা ছড়িয়ে দেবে র‍্যালিতে অংশগ্রহণকারীরা। এই বর্ণাঢ্য র‍্যালির মূল উদ্যোক্তা থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশন। প্রতিবছরই সংগঠনের পক্ষ থেকে বিশ্ব এইডস দিবসে এই কর্মসূচী পালন করা হয়। শ্যামবাজার পাঁচ মাথার মোড় থেকে র‍্যালির যাত্রা শুরু হবে। বিধানসরণী হয়ে বিডন স্ট্রিট-সেন্ট্রাল এভিনিউ-বাগবাজার হয়ে ফের শ্যামবাজারে ফিরে আসবে র‍্যালি। প্রায় একমাস আগে থেকেই সংগঠনের সম্পাদক সঞ্জীব আচার্য্যের নেতৃত্বে সংগঠনের সদস্যরা শহর এবং শহরতলীতে প্রচার চালিয়ে যাচ্ছেন। শহর জুড়ে ব্যানার, ফ্লেক্স দেওয়া হয়েছে।

এই র‍্যালির চরিত্রটা ভিন্ন ধর্মী। শহর এবং শহরতলীর অজস্র ক্লাব সংগঠন, সমাজসেবী সংগঠন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের সদস্যরা এই র‍্যালিতে পা মেলানো। থ্যালাসেমিয়া আক্রান্তরা, বিশেষভাবে সক্ষমরাও থাকেন র‍্যালিতে। বছরের সেরা ইভেন্টগুলির ওপর ট্যাবেলো থাকে। র‍্যালির মধ্যে ৮টি বড় বড় ট্রেলারের মধ্যে মহিলা ক্রিকেটারদের বিশ্বকাপ বিজয়, ধর্মেন্দ্রর প্রয়াণ, সুকান্তের কবিতা, জুবিন গর্গের কীর্তি সহ ডেঙ্গু, ম্যালেরিয়া নিয়ে সাধারণ সাবধানতা প্রভৃতি বিষয়ে প্রাণবন্ত একটি প্রদর্শনী চলতে থাকবে রাজপথের ওপর দিয়ে। থাকবে রণ-পা, ঘোড়ারগাড়ি সহ আরও অনেক কিছু। সর্বোপরি হাতে বিভিন্ন সচেতনামূলক স্লোগান সমৃদ্ধ প্ল্যাকার্ড নিয়ে পা মেলাবে যুবক-যুবতী, কিশোর-কিশোরী, প্রৌঢ়ের দল। চলার পথে অন্তত ১০টি জায়গায় বিভিন্ন ক্লাব সংগঠন এই র‍্যালিকে সম্বর্ধনা জানাবে।

গোটা উত্তর কলকাতা এদিন এসে মিশবে শ্যামবাজারের র‍্যালিতে। সাধু-সন্ন্যাসী, সমাজসেবী, ছাত্র-ছাত্রী, ব্যবসায়ী, শিল্পী-কলাকুশলী এবং বুদ্ধিজীবীগণ সকলে মিলে এই র‍্যালিকে করে তুলবে সকলের কাছে প্রাণবন্ত। র‍্যালি ছাড়াও রয়েছে রক্তদান উৎসব, বিশেষভাবে সক্ষমদের অঙ্কন প্রতিযোগিতা এবং সেমিনার। এই অঙ্কন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারীদের প্রত্যেককেই পুরস্কৃত করা হবে। এই র‍্যালিকে সর্বাংশে সফল করার জন্য আবেদন জানিয়েছেন সম্পাদক সঞ্জীব আচার্য্য।

আমাদেরই বিশ্বকাপ

দৃষ্টিহীন মহিলা ক্রিকেটেও বিশ্বসেরা ভারত

বিশ্বকাপ হাতে জয়োল্লাস, ভারত-২৯৮-৭ (৫০ ওভারে), দক্ষিণ আফ্রিকা ২৪৬ (৪৫.৩ ওভারে) ইনসেটে দৃষ্টিহীন মহিলা ক্রিকেটারদের জয়োল্লাস

মুম্বই- নাদিন ডি ক্লার্কের ক্যাচ ধরার জন্য ছুটছেন হরমনপ্রীত কৌর। ঝাঁপিয়ে পড়ে ক্যাচ তালু বন্দী করলেন। ম্যাচের বলটাকে হাতে নিয়ে দৌড়তে দৌড়তে চুমু খাচ্ছেন। এবার বলটা ঢুকিয়ে নিলেন পকেটে। বোঝালেন বিশ্বকাপটা আমাদের। অপরাজিত থেকে দৃষ্টিহীন মহিলা বিশ্বকাপ ক্রিকেটে বিশ্বসেরা হল ভারত। ক্রিকেটের জোড়া বিশ্বকাপ এই প্রথম উঠল মেয়েদের হাতে। সকলে কাঁদছেন, তবে এটা আনন্দাশ্রু। দু'বারের হারের যন্ত্রণার উপশম হল। ভারত জিতল ৫২ রানে। এই জয়ের নেপথ্যে রয়েছে দীপ্তি শর্মা, শেফালি বর্মা ও রিচা ঘোষ। প্রতীকার চোটের জন্য শেফালি খেলার সুযোগ পেয়েই জ্বলে উঠেছেন। তাঁর ৭৮ বলে ৮৭ রানের দৌলতেই ভারত ২৯৮-৭ স্কোরে পৌঁছেছে। বোলিং করে দুটি উইকেটও নিয়েছেন। ম্যাচের সেরা তিনিই। প্রতিযোগিতার সেরা দীপ্তি। দৃষ্টিহীনদের বিশ্বকাপ ক্রিকেটে এবং মহিলাদের ক্রিকেটে দেশে এবং বিশ্বে বিপ্লব নিয়ে এল হরমনপ্রীত ও দীপিকারা।

এক পলকে দেশ

বিহারে জয় এনডিএ-র

নয়াদিল্লি- বিহারে জয় পেল এন ডি এ। ২৪৩ আসনের বিহার বিধানসভার প্রায় ৮৫ শতাংশ আসনে জিতেছে তারা। এনডিএ জোট পেয়েছে ২০২টি আসন। মহাগঠবন্ধন পেয়েছে ৩৫টি আসন এবং অন্যান্যরা ৬টি। বিহারের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে দশমবার শপথ নিলেন নীতীশ কুমার। সঙ্গে আরও ২৭জন মন্ত্রীও শপথ নিয়েছেন।

দিল্লিতে বিস্ফোরণ

নয়াদিল্লি- ১০ই নভেম্বর সন্ধ্যায় দিল্লির লালকেল্লা সংলগ্ন এলাকায় বিস্ফোরণে কেঁপে উঠল। লালকেল্লা মেট্রো স্টেশনের কাছে ট্রাফিক সিগনালে দাড়িয়ে থাকা এআই২০ গাড়ীতে বিস্ফোরণের ফলেই এই ঘটনা ঘটেছে। মৃত্যু ৯ জনের। আহত ২০। গ্রেপ্তার হয়েছেন একাধিক। মুজাম্মিলই এই চক্রের সবচেয়ে বড় পান্ডা।

এক গণ্ডা শ্রমবিধি

নয়াদিল্লি- দেশজুড়ে চারটে শ্রমবিধি চালু করার কথা জানাল কেন্দ্র। রাজ্যে এই বিধি সংক্রান্ত নিয়ম তৈরি হয়নি। ফলে এখানে রাজ্য সংস্থায় তা মানা হবে না। এই বিধি নিয়ে আপত্তি রয়েছে কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়নগুলির।

এক পলকে রাজ্য

'দাগি' তালিকা

নিজস্ব প্রতিনিধি- সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে এবারে নবম, দশম, একাদশ ও দ্বাদশের ১৮০৬ জন অযোগ্য শিক্ষকের বাড়তি তথ্য কোর্টের নির্দেশে প্রকাশ করল স্কুল সার্ভিস কমিশন (এসএসসি)।

পার্থের জামিন

নিজস্ব প্রতিনিধি- প্রেসিডেন্সি সংশোধনাগার থেকে ১১ নভেম্বর আলিপুরের বিশেষ সিবিআই কোর্টের জামিনের আদেশের ভিত্তিতে ছাড়া পেলেন প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চ্যাটার্জি।

বাঙালির কৃতিত্ব

নিজস্ব প্রতিনিধি- ৭২ আলোকবর্ষ পর্যন্ত বিস্তৃত, আকাশগঙ্গার চেয়ে ২০-৫০ গুণ বড়, ৫৩টি বেশ বড় আকারের 'রেডিয়ো কোয়ার্জার' আবিষ্কার করলেন চার বাঙালি জ্যোতির্বিজ্ঞানী। এঁরা হলেন, সব্যসাচী পাল, সৌভিক মালিক, নেতাই ভূক্তা ও সুশান্ত কুমার মণ্ডল।

বেআইনি গাড়ি

নিজস্ব প্রতিনিধি- শহর ও শহরতলীতে প্রায় দশ হাজার গাড়ি খাটছে স্কুলে। এই গাড়িগুলো কাটাইয়ে যাওয়ার কথা।

চলে গেলেন হি-ম্যান ধর্মেন্দ্র

মুম্বই- এবার আর গুজব নয়। শেষ পর্যন্ত ৯০ পূর্ণ করার দু'সপ্তাহ আগে চলে গেলেন বলিউডের হি ম্যান। জন্ম ১৯৩৫ সালে লুধিয়ানায়।

ছ'দশক ধরে বলিউডে রাজ করেছেন ধর্মেন্দ্র। করেছেন তিনশোরও বেশি ছবি। এর মধ্যে হিট, ফ্লপ সবই মিলে মিশে একাকার। ১৯৬৬ তে 'ফুল আউর পাথর' তাঁকে নক্ষত্র বানাল। ধর্মেন্দ্রর বক্স অফিস কম কিসে? আদমি আউর ইনসান, আয়া সাওন ঝুমকে, মেরা গাঁও মেরা দেশ,

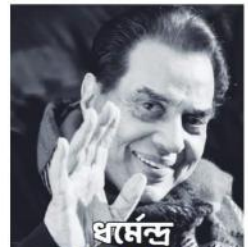

জুগনু, সীতা আউর গীতা, ঝিল কে উসপার, ইঁয়াদো কে বারাত...। সব যুগেই ধর্মেন্দ্র যেন ধ্রুবতারা। অভিনেতা অনেক ছিলেন কিন্তু ধর্মেন্দ্রর চেয়ে বেশি হিট ছবি আর কেউ দেয়নি।

বড় অভিনেতা না হলে এত বড় ইনিংস খেলা অসম্ভব। বিদায়বেলায় তাই আসমুদ্রহিমাচল জানিয়ে দিল 'তোড়েঙ্গে দম মগর, তেরা সাথ না ছোড়েঙ্গে'।

এখানে - ওখানে

নেতাজী ইউনাইটেড ক্লাবে সচেতনতা শিবির

সচেতনতা শিবিরে উপস্থিত সকলে

নিজস্ব প্রতিনিধি- গ্রীন পার্ক নেতাজী ইউনাইটেড ক্লাবের সম্পাদক অরুণ কুমার সিং এবং সংগঠনের সদস্য বিবেকানন্দ ঘোষের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় এবং থালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের সহযোগিতায় ১৪ নভেম্বর ক্লাব প্রাঙ্গনে অনুষ্ঠিত হল থ্যালাসেমিয়া সচেতনতা শিবির। এই শিবিরে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছে এয়ারপোর্ট অথরিটি অব ইন্ডিয়ার উওমেন ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন। শিবিরের শুরুতে মারণ রোগ থ্যালাসেমিয়া নিয়ে বক্তব্য রাখেন বক্তারা। থ্যালাসেমিয়া রোধে সার্বিক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়ার শপথ নেন সকলে। উওমেন ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে উপস্থিত ছিলেন জয়ন্তী মৈত্র সহ অন্যান্যরা।

নারকেলডাঙ্গায় সচেতনতা শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি- নারকেলডাঙ্গা ষষ্ঠীতলা বারোয়ারি শ্রীশ্রী দুর্গা ও লক্ষী পূজা কমিটির উদ্যোগে এবং থালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের সহযোগিতায় ১৬ নভেম্বর অনুষ্ঠিত হল থ্যালাসেমিয়া সচেতনতা শিবির। শিবিরে থ্যালাসেমিয়া রোধে জনসচেতনতার ভূমিকা নিয়ে বক্তব্য রাখেন সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের সম্পাদক সঞ্জীব আচার্য্য। তিনি বলেন, থ্যালসেমিয়া একটি জিনঘটিত রোগ। এই রোগ নিরাময়ের কোন ওষুধ এখনও পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নি। মানুষকে সচেতন করতে হবে।

কলকাতা পুরসভার মহিলা সঙ্ঘে স্বাস্থ্য শিবির

চলছে কলকাতা পুরসভায় স্বাস্থ্য শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি- সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের উদ্যোগে এবং কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন মহিলা সঙ্ঘের সহযোগিতায় ২৪ নভেম্বর পুরসভার প্রধান কার্যালয়ের কাউন্সিলর ক্লাবে অনুষ্ঠিত হল স্বাস্থ্য শিবির। শিবিরে উপস্থিত ছিলেন সিএমওএইচ রণিতা সেনগুপ্ত এবং সঙ্ঘের সভাপতি গোপা রায়চৌধুরী, যুগ্ম সম্পাদক নবনীতা সেনগুপ্ত ও শুক্লা ভট্টাচার্য সহ অন্যান্য সদস্যরা। স্বাস্থ্য শিবিরে এসে বহু মানুষ তাদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করান। ব্লাড গ্রুপ নির্ণয়, ব্লাড প্রেসার, অক্সিজেন স্যাচুরেশন, সুগার, হিমোগ্লোবিন এবং বিএমডি টেস্টের ব্যবস্থা। সর্বোপরি শিবিরে থ্যালাসেমিয়া বাহক পরীক্ষা করিয়েছেন ১১ জন। আগামীদিনে এই শিবিরে আরও বেশি সংখ্যায় আগামীদিনে থ্যালাসেমিয়া বাহক রক্ত পরীক্ষার বন্দোবস্ত করার জন্য সঙ্ঘকে অনুরোধ জানানো হয়েছে। কারণ থ্যালাসেমিয়ার মতো মারণরোগ প্রতিরোধ করতে হলে একটাই চাবিকাঠি রয়েছে। সেটা হল থ্যালাসেমিয়া বাহক রক্তপরীক্ষা। জন্মের এক বছর পর থেকে বিবাহের আগে পর্যন্ত মাত্র একবার এই পরীক্ষাটা করিয়ে নেওয়া অত্যন্ত জরুরি।

ফিরে দেখা ২০২৫

২০ জানুয়ারি	— আর জি কর কান্ডের অভিযুক্ত সঞ্জয় রায়ের হাজতবাসের আদেশ
২৯ জানুয়ারি	— প্রয়াগে মহাকুম্ভ মেলায় ৩০ জন পুণ্যার্থীর পদপিষ্ঠ হয়ে মৃত্যু
৫ ফেব্রুয়ারি	— দুই তৃতীয়াংশ আসন জিতে দিল্লিতে ক্ষমতায় এল বিজেপি
১৩ ফেব্রুয়ারি	— মনিপুরে রাষ্ট্রপতি শাসন কায়েম
৯ মার্চ	— দুবাইতে আইসিসি ক্রিকেট টুর্ণামেন্টে চ্যাম্পিয়ন হল ভারত
২০ মার্চ	— সেনা সংঘর্ষ। ছত্রিশগড়ের দান্তেওয়ারা জেলায় ৩০ জন নকশাল নিহত সঙ্গে এক জওয়ান
৩১ মার্চ	— দক্ষিণ ২৪ পরগণার পাথরপ্রতিমাতে বাজি কারখানায় বিস্ফোরণে একই পরিবারে ৮ জনের মৃত্যু
২২ এপ্রিল	— পহেলগামের বৈসরণ ভ্যালিতে জঙ্গি সংগঠন লস্কর-ই-তৈবার জঙ্গীদের আক্রমণে ২৬ জন পর্যটকের মৃত্যু।
৩০ এপ্রিল	— দেশে জাতি শুমারি শুরু হওয়ার কথা ঘোষণা করল কেন্দ্রীয় সরকার
৭ মে	— পাকিস্তানের বিরুদ্ধে 'অপারেশন সিঁদুর' শুরু।
২০ মে	— বুকার পেলেন কর্ণাটকের লেখক বানু মুস্তাক কানাডা ভাষায় লেখা পুরস্কৃত বইটি হল 'হার্ট ল্যাম্প'
৪ জুন	— রয়েল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর আই পি এল চ্যাম্পয়ন হওয়ার বিজয়োৎসবে পদপিষ্ঠ হয়ে ১১ জনের মৃত্যু
৬ জুন	— প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী উদ্বোধন করলেন উধমপুর, বারমুলা রেলস্টেশন
১২ জুন	— আহমেদাবাদ বিমানবন্দর থেকে ওড়ার কিছুক্ষণের মধ্যেই ড্রিমলাইনারের বিমান ভেঙ্গে ২৬০ জন যাত্রীর মৃত্যু
২১ জুলাই	— উপ-রাষ্ট্রপতি পদ থেকে পদত্যাগ করলেন জগদীপ ধনকড়
২৮ জুলাই	— বিশ্ব দাবা চ্যাম্পিয়ন হলেন দিব্যা দেশমুখ
৬ আগস্ট	— ভারতের ওপর ৫০ শতাংশ রপ্তানি শুল্ক চাপালেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প
২০ আগস্ট	— ভারত ও চিনের মধ্যে বিমান চলাচল শুরু হল
৩ সেপ্টেম্বর	— জি এস টি-র সংস্কার করল কেন্দ্রীয় সরকার
২৬ সেপ্টেম্বর	— মিগ ২১ বিদায় নিল
৮অক্টোবর	— নবী মুম্বাইতে আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর উদ্বোধন করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী
২ নভেম্বর	— বিশ্বকাপ জিতল ভারতের মহিলা ক্রিকেট দল
১৪ নভেম্বর	— বিহারে ক্ষমতায় এল বিজেপি
২৩ নভেম্বর	— দৃষ্টিহীনদের বিশ্বকাপ ক্রিকেট চ্যাম্পিয়ন হল ভারত।

বানু মুস্তাক

বৈসরণ ভ্যালি

ড্রিমলাইনারের বিমান

মিগ ২১

ভারত ও চিনের মানচিত্র

অভয়ার স্মৃতিতে শোক

দিব্যা দেশমুখ

বেনিয়াটোলা আদর্শ ব্যায়াম সমিতির র‍্যালি

মিছিলে এসটিপিএফ-র সদস্যারা

নিজস্ব প্রতিনিধি- বি কে পাল এভিনিউ থেকে ৯ নভেম্বর বেনিয়াটোলা আদর্শ ব্যায়াম সমিতির ১২৫ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে একটি বর্ণাঢ্য মিছিল সমগ্র এলাকা ঘুরে ফের বি কে পালে এসে শেষ হয়। এই র‍্যালিতে অংশগ্রহণ করে বিভিন্ন ক্লাব সংগঠনের সদস্যবৃন্দ। বিশেষ করে সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশন এই ১২৫ বছরকে উদ্দেশ্য করে বেনিয়াটোলা আদর্শ ব্যায়াম সমিতি যে র‍্যালির আয়োজন করেছিল তাতে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে। র‍্যালির অগ্রভাগে ছিল সংগঠনের সভাপতি সাগর নাথ দা এবং সম্পাদক অনিরুদ্ধ দত্ত সহ অন্যান্যরা।

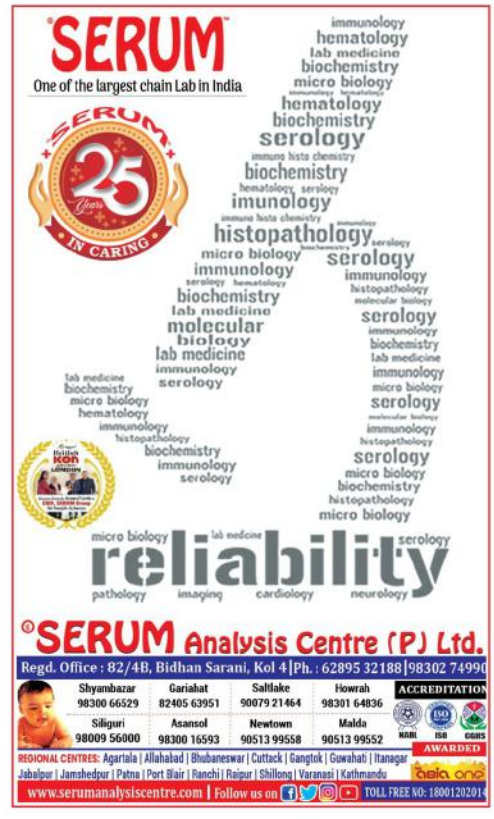

নিউইয়র্কে ব্যাপক ভোটে জিতলেন মামদানি

মামদানি ও বিজয়ী তিন মহিলা প্রার্থী

নিউইয়র্ক- জোহরান মামদানি। অভিজ্ঞতাসম্পন্ন দুই প্রতিদ্বন্দ্বীকে হারিয়ে ৩৪ বছর বয়সী তরতাজা যুবক নিউইয়র্ক শহরের ভাবী মেয়র নির্বাচিত হয়েছেন। নিউইয়র্কের প্রথম মুসলিম মেয়র হবেন তিনি। জেতার পরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মামদানি জওহরলাল নেহেরুর লেখা থেকে উদ্ধৃতি তুলে ধরেন। এই মুহূর্তে জোহরান আমেরিকায় একটি স্পষ্ট এবং ভয়ডরহীন অভিবাসীদের স্বর। গত এক বছর ধরে ট্রাম্পের সঙ্গে সমানে টক্কর দিয়েছেন তিনি। ভোটে জিতে ট্রাম্পকে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়েছেন। মামদানি বলেছেন, 'নিউইয়র্ক অভিবাসীদেরই শহর থাকবে।'

আমেরিকায় এই ট্রাম্পের বিরুদ্ধে ক্রমশ ঢেউ উঠছে। তিনটি গুরুত্বপূর্ণ শহরে জিতেছেন তিন মহিলা ডেমোক্র্যাট প্রার্থী। ভার্জিনিয়া ও নিউজার্সির গভর্ণর পদে জিতেছেন অ্যাবিগেল স্প্যানবার্গার এবং মিকি শেরিল। ভার্জিনিয়ার লেফটেন্যান্ট গভর্ণর পদে জিতেছেন ভারতীয় বংশোদ্ভূত গাজালা হাশমি। মামদানিও ভারতীয় বংশোদ্ভূত এবং পরিচালক মীরা নায়ারের ছেলে। ট্রাম্পের বিরোধী কণ্ঠস্বর হলেন হাশমি। ২০২৪ সালের নির্বাচনে আমেরিকার মানুষরা ট্রাম্পকে সমর্থন করেছিলেন। এখন সেই জনপ্রিয়তা ক্রমশ কমছে।

তেজস দুর্ঘটনা

দুবাই- জয়সলমীরের পর এবার ২১ নভেম্বর মুম্বাইতে 'এয়ার শো' চলাকালীন দুর্ঘটনায় প্রাণ হারালেন পাইলট নমন স্যাল। তিনি হিমাচল প্রদেশের বাসিন্দা। বিশেষজ্ঞদের অনুমান, মাঝ আকাশে মাধ্যাকর্ষণ বলের বিপরীতে গিয়ে কারসাজি দেখাবার পর বিমানের নিয়ন্ত্রণ হারান পাইলট। বিমানটি আছড়ে পড়ে মাটিতে। ঘটনাটি নিয়ে একাধিক তদন্ত শুরু হয়েছে। বিমান নির্মাণ সংস্থাকেও ডাকা হবে।

সাগরপারের টুকিটাকি

হাসিনাকে ফাঁসির হুকুম

শেখ হাসিনা

ঢাকা- গণ আন্দোলনকে দমন করার অভিযোগে এবং মানবতাবিরোধী অপরাধের দায়ে আওয়ামি লিগের প্রধান শেখ হাসিনা ও বাংলাদেশের প্রাক্তন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামালকে ১৭ নভেম্বর ফাঁসির হুকুম দিল ঢাকার আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইবুনাল। রাজসাক্ষী হবার ফলে মৃত্যুদণ্ড হয়নি তৎকালীন পুলিশ কর্তা চৌধুরী আবদুল্লা আল মামুনের। তাঁকে পাঁচ বছর কারাদণ্ডের আদেশ দেওয়া হয়েছে।

১৭ নভেম্বর দুপুরে ট্রাইবুনাল ১-এর চেয়ারম্যান মহম্মদ মোহবুল হক এনাম চৌধুরীর নেতৃত্বাধীন তিন সদস্যের বিচারক প্যানেল এই শাস্তি ঘোষণা করেন। রায় ঘোষণার দিন আদালত চত্বরে আইনজীবীদের পাশাপাশি জুলাই-আগস্ট গণ আন্দোলনে নিহতদের কয়েকজনের পরিবারের সদস্যরাও উপস্থিত ছিলেন। রায়ে আদালত বলেছে, শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে তিনটি অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে। একটিতে হয়েছে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড অন্য দুটিতে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছে। শেখ হাসিনা এবং আসাদুজ্জামন খান কামালের নামে দেশে থাকা সব সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে রাষ্ট্রীয় মালিকানায় নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

এদিনই শেখ হাসিনা এবং আসাদুজ্জামান কামালকে হস্তান্তরের জন্য ভারত সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকার। এই রায়ের পরে বাংলাদেশের দক্ষিণপন্থী ও মৌলবাদী গোষ্ঠী উল্লাসে মেতে ওঠে। তবে রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের মতে, এই রায় ও বিচারপদ্ধতি পক্ষপাতদুষ্ট।

মামদানি ট্রাম্প পাশাপাশি

মুখোমুখি ট্রাম্প ও মামদানি

ওয়াশিংটন ডিসি- মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের ওভাল অফিসের টেবিলের একদিকে বসে ট্রাম্প আর টেবিলের অপরপ্রান্তে দাঁড়িয়ে জোহরান মামদানি। প্রেসিডেন্টের সঙ্গে ২২ নভেম্বর এক হৃদ্যতাপূর্ণ পরিবেশে আলোচনা হল দু'জনের। এই দৃশ্য দেখে অবাক সাংবাদিকরা এবং রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞগণ। এই দুই নেতার বৈঠকের আগে ট্রাম্পের প্রেসসচিব ক্যারোলাইন লেভিচ জানান, 'হোয়াইট হাউসে কমিউনিস্ট নেতার পদার্পণ'। এই দুই নেতাকে সামনে পেয়ে সাংবাদিকরাও প্রচুর প্রশ্ন করেন। দু'জনেই স্বাভাবিক ভঙ্গীতে উত্তর দেন।

বাংলাদেশে ভূমিকম্প

ঢাকা- শক্তিশালী ভূমিকম্পে ২১ নভেম্বর কেঁপে উঠল বাংলাদেশের বিস্তীর্ণ এলাকা। রিখটার স্কেলে যার মাত্রা ছিল ৫.৭। কম্পনের উৎসস্থল নরসিংদী জেলার মাধবদী এলাকার ভূস্তর থেকে ১০ কিমি গভীরে। এই ঘটনায় শিশুসহ মৃত্যু হয়েছে ১০ জনের। কলকাতা সহ ভারতের পূর্ব ও উত্তর-পূর্বাংশেও এই কম্পন অনুভূত হয়েছে। বাংলাদেশে ভূমিকম্পের পর একের পর এক, মোট ৮ খানা আফটার শক ধরা পড়েছে।

ভুয়ো খবর

রাওয়ালপিণ্ডি - রাওয়ালপিণ্ডির আদিয়ালা জেলে ইমরান খান খুন হয়েছেন বলে আফগান সংবাদ মাধ্যমে খবর প্রকাশিত হওয়ার পর গোটা পাকিস্তান জুড়ে অশান্তি ছড়িয়ে পড়ে। ইমরানের দল তেহরিক-ই-ইনসাফ জেলের সামনে বিক্ষোভ দেখায়। পরে পাক প্রশাসন জানিয়েছে, খবরটি ভুয়ো। গুজবে কান না দেওয়ার জন্য পাক প্রশাসনের তরফ থেকে বার্তা দেওয়া হয়েছে। কিন্তু ইমরানকে নিয়ে তাঁর দল বিক্ষোভ চালিয়ে যাচ্ছে।

মাচাদো যাবেন না

ভেনেজুয়েলা- ভেনেজুয়েলার বিরোধী দলনেত্রী মারিয়া করিনা মাচাদো নোবেল শান্তি পুরস্কার নিতে নরওয়ে যাচ্ছেন না বলে খবর। নরওয়েতে গেলে তাকে 'পলাতক' হিসেবে ঘোষণা করা হতে পারে। ১০ ডিসেম্বর পুরস্কার নিতে তাঁর অসলো যাওয়ার কথা। মাচাদো খবর পেয়েছেন তাঁকে হেনস্থা করবার জন্য নরওয়েতে পরিকল্পনা করা হচ্ছে। তিনি চান না সেই চক্রান্তের মধ্যে নিজেকে জড়াতে। তাঁর সেখানে যাওয়া হবে না।

সেরাম অ্যানালিসিস সেন্টার
প্রাইভেট লিমিটেড
৯৮৩০১৭৩৯৫০
(০৩৩)২৫৩০৬৫৭২
ডাঃ প্রভাত ভট্টাচার্য্য
MBBS, MD
ফোন নং ঃ৯৮৩০০৬৬৫২৯

ডাক্তারবাবু, শুনছেন !

প্রঃ অ্যানিমিয়া সম্বন্ধে আলোচনা করলে ভালো হয়। আমার মাকে সম্প্রতি রক্ত দিতে হয়েছে।

শিখা দত্ত, বালি

উঃ এটা একটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আমাদের দেশে অনেকেরই রক্তাল্পতা বা অ্যানিমিয়া হয়। এর ঠিকমত কারণ বার করতে হবে এবং যথাযথ চিকিৎসা করতে হবে।

অ্যানিমিয়া বা রক্তাল্পতা হল, রক্তে লোহিত রক্তকণিকা (RBC) বা হিমোগ্লোবিন কমে যাওয়া। এর ফলে বিভিন্ন উপসর্গ দেখা দিতে পারে, যেমন—ক্লান্তি, দুর্বলতা, শ্বাসকষ্ট, কর্মদক্ষতা কমে যাওয়া প্রভৃতি। এছাড়াও মাথা ঘোরা, বুক ধড়ফড়, মাথাব্যথা, শরীরে ব্যথা প্রভৃতি হতে পারে। চামড়া ফ্যাকাশে বা হলুদ হয়ে যায়। হাত, পা ঠান্ডা হয়ে যেতে পারে।

অ্যানিমিয়ার কারণ ও প্রকারভেদ কারণ অনুযায়ী অ্যানিমিয়া প্রধানতঃ তিন রকমের হয়।

(১) রক্তক্ষয়ের জন্য অ্যানিমিয়া এই রক্তক্ষয় বেশ কিছুদিন ধরে হতে পারে। বিভিন্ন কারণ থেকে হতে পারে, যেমন— (ক) পেটের সমস্যা থেকে। যেমন—পেপটিক আলসার, অর্শ, ক্যানসার প্রভৃতি থেকে।

(খ) ওষুধ থেকে যেমন অ্যাসপিরিন, আইবুপ্রোফেন প্রভৃতি ব্যাথার ওষুধ, যার থেকে আলসার বা গ্যাস্ট্রাইটিস হতে পারে।

(গ) অতিরিক্ত মেনসচুরেশন থেকে, যেমন ইউরেটাসের টিউমার থাকলে। (ঘ) আঘাত বা অপারেশনের পর।

(২) কম বা অস্বাভাবিক রক্তকোষ তৈরি হওয়ার ফলস্বরূপ অ্যানিমিয়া এক্ষেত্রে শরীরে যথেষ্ট পরিমাণে লোহিত রক্তকণিকা (RBC) তৈরি হয় না বা যেসব রক্ত তৈরি হয়, সেগুলি ঠিকমতো কাজ করে না। এগুলি হতে পারে বিভিন্ন কারণে, যেমন—

(ক) অস্থিমজ্জা (Bone marrow) ও স্টেম সেলের সমস্যা এর ফলে শরীরে যথেষ্ট পরিমাণ রক্ত তৈরি হয় না। যদি যথেষ্ট পরিমাণে স্টেম সেল না থাকে বা সেগুলি ঠিকমত কাজ না করে, অথবা অন্য কোষ তাদের জায়গায় চলে আসে, যেমন— ক্যানসার কোষ, সেক্ষেত্রে অ্যানিমিয়া হতে পারে। এর মধ্যে রয়েছে **অ্যাপ্লাস্টিক অ্যানিমিয়া** এই অবস্থা দেখা দেয় যখন অস্থিমজ্জাতে যথেষ্ট স্টেম সেল থাকে না বা একেবারেই থাকে না। অনেকসময় এর কোন নির্দিষ্ট কারণ পাওয়া যায় না। কিছু ক্ষেত্রে বিভিন্ন কারণ থাকে। যেমন—কিছু ওষুধ, লিউকোমিয়া, মাল্টি পল মায়েলোমা, কেমোথেরাপি, রেডিওথেরাপি, ইনফেকশন প্রভৃতি।

থ্যালাসেমিয়া এই রোগে জিনঘটিত কারণে রক্তে হিমোগ্লোবিনের মাত্রা কমে যায়। এই রোগ অল্পমাত্রায় (Thalassemia Minor) বা বেশিমাত্রায় (Thalassemia Mazor) হতে পারে। এই রোগের প্রকোপ বেশি হয় দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া, মধ্যপ্রাচ্য, আফ্রিকা প্রভৃতি জায়গায়। একজন বাহকের সঙ্গে আরেকজন বাহকের বিবাহ হলে তবেই এই রোগ প্রকট হতে পারে।

আয়রন ডেফিসিয়েন্সি অ্যানিমিয়া-এর কারণগুলো হল—

(১) খাদ্যে আয়রনের অভাব। বিশেষত বাচ্চাদের ক্ষেত্রে এবং নিরামিশাষীদের ক্ষেত্রে, (২) কিছু ওষুধ বা খাবার থেকে, (৩) ঘনঘন রক্তদান করলে, (৪) গর্ভাবস্থা বা স্তন্যদানের ফলে, (৫) খাদ্যনালীর সমস্যা।

ভিটামিনের অভাবজনিত অ্যানিমিয়া যথেষ্ট পরিমাণে ভিটামিন বি-১২ ও ফলিক অ্যাসিড না পেলে এই অবস্থার সৃষ্টি হতে পারে। যেমন—

(ক) খাদ্যজনিত অভাব যদি অল্প মাংস খাওয়া হয় বা মাংসই না খাওয়া হয় তবে যথেষ্ট পরিমাণ বি-১২ পাওয়া যায় না। আবার যদি শাকসবজি না খাওয়া হয় বা বেশি রান্না করে ফেলা হয় তবে ফলিক অ্যাসিডের অভাব ঘটে।

মেগালোব্ল্যাস্টিক অ্যানিমিয়া যখন যথেষ্ট ভিটামিন বি-১২ বা ফলিক অ্যাসিড পাওয়া যায় না।

পার্নিসিয়াস অ্যানিমিয়া যখন শরীরে যথেষ্ট পরিমাণ ভিটামিন বি-১২ শোষিত হয় না অন্ত্র থেকে। ইন্টারসিক ফ্যাক্টর (Intrinsic factor)-এর অভাব থেকে হয় এটা।

ভিটামিনের অভাবের অন্যান্য কারণগুলি হল—বিভিন্ন ওষুধ, অন্ত্রের অসুখ, অতিরিক্ত অ্যালকোহলের ব্যবহার।

লেডের বিষক্রিয়া অস্থিমজ্জার জন্য লেড ক্ষতিকারক। এক্ষেত্রে রক্তে (RBC)-র সংখ্যা কমে যায়। এটা হতে পারে যখন বড়রা কাজের সময় লেডের সংস্পর্শে আসে বা ছোটরা লেড মিশ্রিত রক্ত ভুলবশতঃ খেয়ে ফেললে।

সিকল্ সেল অ্যানিমিয়া এক্ষেত্রে (RBC) গুলো কাস্তের মত আকার ধারণ করে এবং তাড়াতাড়ি বিনষ্ট হয়ে যায়। এই অস্বাভাবিক (RBC) গুলি ছোটো রক্তনালীর গায়ে আটকে গিয়ে ব্যথা সৃষ্টি করে। জিনের পরিবর্তনের ফলে এই রোগ হয়। আফ্রিকান, আফ্রিকান-আমেরিকানদের এই রোগ বেশি হয়।

কিছু দীর্ঘস্থায়ী অসুখের সঙ্গে থাকা অ্যানিমিয়া যেমন কিডনির অসুখের শেষ অবস্থা, ক্যানসার, হাইপোথাইরয়েডিজম, ইনফেকশন, ডায়াবেটিস, এস এল ই, রিউম্যাটয়েড আর্থ্রাইটিস প্রভৃতি।

(৩) RBC ধ্বংস হওয়ার ফলস্বরূপ অ্যানিমিয়া হিমোলাইটিক অ্যানিমিয়া। এর কারণগুলি হল—সিকল সেল অ্যানিমিয়া, থ্যালাসেমিয়া, টিটিপি, প্লীহার বৃদ্ধি, কিছু অসুখ, ইনফেকশন। যেমন—কিছু ওষুধ, ইনফেকশন, যেমন—ম্যালেরিয়া, সাপের বিষ, টিউমার, প্রস্থেটিক হার্ট ভালভ, ভাসকুলার গ্রাফটস, সাংঘাতিক উচ্চ রক্তচাপ প্রভৃতি।

অ্যানিমিয়ার রোগ নির্ণয় ঃ Complete Blood Count (CBC), Reticulocyte Count, Ferritin, Hemoglobin Electrophoresis, অস্থিমজ্জার পরীক্ষা (Bone Marrow Examination), Stool for Occult Blood প্রভৃতি পরীক্ষা করলে অ্যানিমিয়ার কারণ সম্বন্ধে ধারণা পাওয়া যায়। এছাড়াও, আরও কিছু পরীক্ষা করতে হতে পারে।

অ্যানিমিয়ার চিকিৎসা এটা নির্ভর করে, কি ধরনের অ্যানিমিয়া হয়েছে, তার ওপরে। আয়রন বা ভিটামিনের অভাবে অ্যানিমিয়া হলে এগুলি দূর করতে হবে।

রক্তপাতের ফলে অ্যানিমিয়া হলে তা বন্ধ করার ব্যবস্থা করতে হবে।

Aplastic Anemia হলে কিছু ওষুধ, রক্ত সঞ্চালন ও অস্থিমজ্জা প্রতিস্থাপন (Bone Marrow Transplantation) করার দরকার হয়।

থ্যালাসেমিয়ার এমনি কোনো চিকিৎসা নেই। রক্ত সঞ্চালন (Blood Transfusion), Desferrioxamine এবং কিছু ক্ষেত্রে Bone Marrow Transplanation দরকার হয়।

Sickle Cell Anemia-র ক্ষেত্রে ব্যাথার ওষুধ, ফোলিক অ্যাসিড, অ্যান্টিবায়োটিক, অক্সিজেন থেরাপি প্রভৃতি ব্যবহৃত হয়। কিছু ক্ষেত্রে Hydroxyurea কার্যকরী হয়।

সুতরাং এইসব মাথায় রেখে সঠিকভাবে অ্যানিমিয়ার কারণ নির্ণয় করতে হবে এবং যথাযথ চিকিৎসা করাতে হবে। *(পুনর্মুদ্রণ)*

সম্পাদকীয়

নতুন বার্তা

পৃথিবীর বৃহৎ ধনতান্ত্রিক দেশ আমেরিকা অভিবাসীদের বিরুদ্ধে নিষ্ঠুরতার অন্যতম নিদর্শন। সেই দেশের আসল পরিচিতিটা অভিবাসন হতে উৎসারিত বহুসংস্কৃতিসম্পন্ন। সেকারণেই মুসলমান পিতা ও হিন্দু মাতার নাগরিকত্ব অর্জনকারী অভিবাসী সন্তান মামদানি পিছিয়ে পরা সমাজকে আশার আলো দেখাতে পারেন। প্রখ্যাত ঐতিহাসিক এবং দার্শনিক আর্নল্ড টয়েনবি বলেছিলেন, বিপ্লবের স্বপ্ন দেখানো আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র নিজেরাই ক্রমশ দ্বন্দ্বের মধ্যে পরে সঙ্কীর্ণ রক্ষণশীল দেশ হতে চলেছে। বর্তমান সময়ে টয়েনবির বক্তব্যের গুরুত্ব অনুভব করা যাচ্ছে। গত ৫ নভেম্বর নিউইয়র্ক শহরের মেয়র নির্বাচনে জোহরান মামদানির জয়ে ফের টয়েনবির কথাটাই সকলের মনে পড়ছে। এই জয় প্রমাণ করে, ওই সঙ্কীর্ণ রক্ষণশীল আমেরিকার পেছনে প্রচ্ছন্নভাবে উদারবাদের স্বপ্ন দেখানো আমেরিকার অস্তিত্ব এখনও বর্তমান। মামদানি একারণেই গুরুত্বপূর্ণ একটি চরিত্র। একটা শহরের মেয়র নির্বাচিত হওয়াটা এখানে প্রতিকী মাত্র। বিলুপ্ত প্রায় গণতন্ত্রের নিভন্ত প্রদীপটাকে সঠিকভাবে প্রজ্জ্বলিত করার কৃতিত্বটা এখানে বড় করে দেখা। সেকারণেই মামদানির জয় নিয়ে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে একটা উন্মাদনা তৈরি হয়েছে। এর মধ্যে কোনও বামপন্থা, সমাজতন্ত্র, ধনতন্ত্র, বর্ণবিদ্বেষ, ইসলাম বিদ্বেষ না দেখাটাই শ্রেয়। এটা মুক্তিবাদ, স্বৈরতন্ত্র, পুঁজিবাদ ও বিদ্বেষবাদের বিরুদ্ধে একটা অধ্যায়, সামান্য ভরসা যে, এই মামদানিরা উঠে আসছে এই পৃথিবী থেকেই।

প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প আদাজল খেয়ে মামদানিকে আটকাতে প্রচুর চেষ্টা করেছেন। অনেক কর্পোরেট সংস্থা অর্থব্যয় করেছে মামদানির বিরুদ্ধে প্রচারে। বড় বড় প্রচার মাধ্যম মামদানির বিরুদ্ধে কুরুচিকর সংবাদ পরিবেশন করেছে। হালফিল আমেরিকায় অসহিষ্ণু উদারবাদ-বিরোধীতা, অভিবাসন বিরোধীতা এবং ইসলাম বিরুদ্ধ মনোভাব এমন জায়গায় পৌঁছেছে যে, প্রাচীন পন্থী রক্ষণশীলরা এটা পছন্দ করছেন না। এই বিদ্বেষের বিরুদ্ধে প্রধানত দুটি কারণ রয়েছে। প্রথমত, প্যালেস্টাইন-ইজরায়েল প্রশ্ন, মামদানি ইজরায়েলের প্যালেস্টাইন নীতির তীব্র সমালোচক। দ্বিতীয়ত, মামদানির নির্বাচনী এজেন্ডায় রয়েছে দরিদ্র ও নিম্নমধ্যবিত্তের অবস্থার উন্নতি, খাদ্য নিরাপত্তা, জিনিসের সুবন্দোবস্ত, গরীবদের বাসস্থান তৈরি করা। এই সামাজিক দাবিগুলো দক্ষিণপন্থীদের চোখে অসহ্য। অতএব মামদানি যে ভবিষ্যতে তীব্র প্রতিরোধের মুখে পরবেন এটা নিশ্চিত।

ঘোষিতভাবেই মামদানি নরেন্দ্র মোদীর বিরোধী। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যেও লুকিয়ে রয়েছে ভীষণ সঙ্কীর্ণতা। মামদানির উদাহরণে অবশ্যই ভারতে বিরোধী রাজনীতির পৃষ্ঠপোষকরা যৎপরোনাস্তি আশা পোষণ করতে পারেন— খেলা শুরু হলে, ময়দানে নেমে প্রচারের ঢক্কানিনাদ দিয়ে চেষ্টা করলে হয়তো ফিরে আসা সম্ভব!

ব্রহ্মের নানা রূপ

কেশবচন্দ্র সেন

যদি পূর্ব্বতন যোগী ঋষিরা ব্রহ্মকে এই লক্ষণাক্রান্ত মনে মা করিতেন, যদি তাঁহারা ব্রহ্মকে নির্গুণ এবং নির্লিপ্ত না ভাবিতেন, তাহা হইলে ভারতবর্ষে ব্রহ্ম কদাপি পরম দেবতারূপে পূজিত এবং আরাধিত হইতেন না। এই মূল লক্ষণবিহীন হইতে ব্রহ্মের ব্রহ্মত্ব থাকে না। যদি ব্রহ্মের এই বিশেষ লক্ষণ পরিহার করিয়া কেবল তেত্রিশ কোটি দেবদেবী ভাব, তাহা হইলে নিশ্চয়ই ভ্রান্ত এবং পৌত্তলিক হইবে। তেত্রিশ কোটি দেব দেবী ব্রহ্মের তেত্রিশ কোটি রূপ গুণ; কিন্তু স্বয়ং তিনি একজন নির্লিপ্ত নির্বিকার উদাসীন। লক্ষী, সরস্বতী, জগদ্ধাত্রী, আদ্যাশক্তি প্রভৃতি তাহার অসংখ্য স্মৃতি ভাবিতে পার, কিন্তু এ সমুদায় বিভিন্ন মূর্তির মধ্যে তিনি নিজে এক নির্বিকার ফকির হইয়া বসিয়া আছেন। ইতিপূর্ব্বে তোমরা দ্বিমূর্তির কথা শুনিয়াছ ব্রহ্মের এক মূর্ত্তি উদাসীনের মূর্তি, আর এক মূর্ত্তি সংসারের মূর্ত্তি। তাহার এক হাতে তিনি বৈরাগ্য চিহ্ন ধারণ করিয়া সমস্ত বৈরাগ্যদিগকে শাসন করিতেছেন, আর এক হস্তে সংসারদিগকে ধনধান্য লক্ষী শ্রী বিতরণ করিতেছেন। তাঁহার এক মুখ হইতে উদাসীন হও, উদাসীন হও এই আদেশ, এই উপদেশ বিনির্গত হইতেছে, আর এক মুখ হইতে 'সংসার পালন কর, সংসার পালন কর' এই কথা বিনিঃসৃত হইতেছে। এক মুখ হইতে যোগতত্ত্ব, আর এক মুখ হইতে সংসারতত্ত্ব বিলুপ্ত হইতেছে। এই দুই রূপ একত্র কর, ব্রহ্ম কি বুঝিতে পারিবে।

কার্ল মার্কস- ব্রিটিশ শিল্পব্যবস্থা ভ্যাম্পায়ারের মতোই মানুষের রক্ত শোষণ করে খেয়ে বেঁচে থাকে। শিশুদের রক্তও।

কনফুসিয়াস- সুশাসিত সমাজের জন্য দারিদ্র লজ্জার। আর যে দেশ ভালোভাবে শাসিত নয়, সেখানে সম্পদ লজ্জার।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর- যখন তুমি সত্যকথা বলার জন্য নিন্দা কর না,
কেবল নিন্দা করবার জন্য সত্য কথা বল,
তখন তোমার সে সত্য কথা নীতির বাজারে
মিথ্যা কথার সমান দরেই প্রায় বিক্রি হবে।

মার্ক টোয়েন- মুখ বন্ধ রাখা এবং লোকেদের আপনাকে বোকা ভাবতে দেওয়া ভালো, মুখ খুলে সমস্ত সন্দেহ দূর করার চেয়ে।

ওয়েবসাইট : www.serumthal.com
ই-মেল : serumthalassemia2022@gmail.com
যোগাযোগ : 98305 60296
ফেসবুক : Serum Thalassemia Prevention Federation

মাসতামামি

১ ডিসেম্বর — চু তে-র জন্ম ১৮৮৬
বিশ্ব এইডস্ দিবস
২ ডিসেম্বর — পাকিস্তানে প্রথম মহিলা প্রধানমন্ত্রী হলেন বেনজির ভুট্টো ১৯৮৮
ভূপাল গ্যাস দুর্ঘটনায় আড়াই হাজার মানুষের মৃত্যু ১৯৮৪
কিউবার প্রেসিডেন্ট হলেন ফিদেল কাস্ত্রো ১৯৭৬
৩ ডিসেম্বর — ইন্দো-পাক যুদ্ধ শুরু ১৯৭১
বিপ্লবী ক্ষুদিরাম বোসের জন্ম ১৮৮৯
৪ ডিসেম্বর — সতীদাহ প্রথা বন্ধ করলেন ভাইসরয় লর্ড বেন্টিঙ্ক ১৮২৯
ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদারের জন্ম ১৮৮৮
৫ ডিসেম্বর — লিন পিয়াও-এর জন্ম ১৯০৭
কার্টুন ছবি নির্মাতা ওয়াল্ট ডিজনির জন্ম ১৯০১
বিশ্ব মাতৃকা দিবস
৬ ডিসেম্বর — বিপ্লবী দীনেশচন্দ্র গুপ্তের জন্ম ১৯১১
বাবরি মসজিদ ভাঙ্গা হল ১৯৯২
৭ ডিসেম্বর — প্রথম বাষ্পচালিত জাহাজ এল কলকাতায় ১৮২৫
সরকারি স্তরে প্রথম বিধবা বিবাহের স্বীকৃতি ১৮৫৬
৮ ডিসেম্বর — নৃত্যশিল্পী উদয় শঙ্করের জন্ম ১৯০০
রাইটার্স বিল্ডিং আক্রমণ করল বিনয়, বাদল, দীনেশ ১৯৩০
বাঘা যতীনের জন্ম ১৮৭৯
৯ ডিসেম্বর — আন্তর্জাতিক দুর্নীতি বিরোধী দিবস
১০ ডিসেম্বর — বিশ্ব মানবাধিকার দিবস
নোবেল পুরস্কার চালু হল ১৯০১
যদুনাথ সরকারের জন্ম ১৮৭০
১১ ডিসেম্বর — গ্র্যান্ড মাস্টার বিশ্বনাথন আনন্দের জন্ম ১৯৬৯
প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখোপাধ্যায়ের জন্ম ১৯৩৫
১২ ডিসেম্বর — হাওড়া ও শেওড়াফুলির মধ্যে প্রথম বিদ্যুৎচালিত ট্রেন চলাচল শুরু হল ১৯৫৭
দেশের রাজধানীকে কলকাতা থেকে সরিয়ে দিল্লিতে করা হল ১৯১১
১৩ ডিসেম্বর — সতীশ পাকড়াশির জন্ম ১৮৯৩
লোকসভায় জঙ্গী আক্রমণ ২০০১
১৪ ডিসেম্বর — কুমিল্লাতে ম্যাজিস্ট্রেট স্টিভেনশনকে হত্যা করলেন বিপ্লবী শান্তি ঘোষ এবং সুনীতি চৌধুরী ১৯৩১
১৯১৮ সালে ব্রিটেনের নির্বাচনে এই প্রথম মহিলারা ভোট দিলেন ১৯১৮
১৫ ডিসেম্বর — মহারাজ স্বামী রঙ্গনাথানন্দের জন্ম ১৯০৮
ভারতের প্রাক্তন উপ প্রধানমন্ত্রী বল্লভভাই প্যাটেলের প্রয়াণ ১৯৫০
১৬ ডিসেম্বর — বাংলাদেশে ভারতীয় সেনার কাছে পাকিস্তানী সেনাদের আত্মসমর্পণ ১৯৭১
১৭ ডিসেম্বর — রাইট ভ্রাতৃদ্বয় উড়োজাহাজ বানালেন ১৯০৩
১৮ ডিসেম্বর — গোয়া, দমন ও দিউয়ের পর্তুগীজ শাসন মুক্ত করতে ভারতীয় সেনাবাহিনীর অভিযান শুরু ১৯৬৯
১৯ ডিসেম্বর — কালাজ্বরের টিকা আবিষ্কারক উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারীর জন্ম ১৮৭৩
মার্কিন প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটনকে ইমপিচ করা হল ১৯৭৮
২০ ডিসেম্বর — ডঃ রজনীপাম দত্তের প্রয়াণ ১৯৭৪
নৃত্যশিল্পী যামিনী কৃষ্ণমূর্তির জন্ম ১৯৪০
২১ ডিসেম্বর — ভারত থেকে প্রথম লেনিন শান্তি পুরস্কার পেলেন সইফুদ্দিন কিচলু ১৯৫২
২২ ডিসেম্বর — গণিতবিদ শ্রীনিবাস রামানুজের জন্ম ১৮৮৭
গুরু গোবিন্দ সিংয়ের জন্ম ১৬৬৬
মা সারদা দেবীর জন্ম ১৮৫৩
২৩ ডিসেম্বর — সোভিয়েত রাশিয়ায় রাষ্ট্রপতি পদ থেকে পদত্যাগ করলেন মিখাইল গর্বাচভ ১৯১১
২৪ ডিসেম্বর — প্রথম মেডিকেল সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল কলকাতায় ১৮৯৪
কোচিনে মারা গেলেন ভাস্কো দা-গামা ১৫২৪
ভারতীয় বিমান ছিনতাই করে আফগানিস্তানের কন্দহরে নিয়ে যাওয়া হল ১৯৯৯
২৫ ডিসেম্বর — স্যার আইজাক নিউটনের জন্ম ১৬৪৩
২৬ ডিসেম্বর — মাও সেতুং-এর জন্ম ১৮৯৩
সুনামি ২০০৪
মুঘল সম্রাট বাবরের প্রয়াণ ১৫৩০
২৭ ডিসেম্বর — বেনজির ভুট্টোকে হত্যা ২০০৭
বিজ্ঞানী লুই পাস্তুরের জন্ম ১৮২২
উর্দু কবি মির্জা গালিবের জন্ম ১৭৯৭
২৮ ডিসেম্বর — ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা ১৮৮৫
প্রাবন্ধিক রমাপদ চৌধুরীর জন্ম ১৯২২
শিল্পপতি রতন টাটার জন্ম ১৯৩৭
২৯ ডিসেম্বর — দুর্গাপুর স্টিল প্ল্যান্টের উদ্বোধন ১৯৫৯
কলকাতায় মেট্রো রেলের কাজ শুরু ১৯৭২
৩০ ডিসেম্বর — যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য গোপাল চন্দ্র সেন খুন হন ১৯৭০
ঢাকায় মুসলিম লিগের প্রতিষ্ঠা ১৯০৬
ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে অনুমোদন দিলেন ব্রিটেনের রানী ১৫৯৯
পোর্টব্লেয়ারে ভারতের স্বাধীনতার পতাকা তুললেন নেতাজি ১৯৪৩
সাদ্দাম হুসেনের ফাঁসি ২০০৬
৩১ ডিসেম্বর — একইসঙ্গে নীল চাঁদ এবং চন্দ্রগ্রহণ হল ১৯৫৯
আলিপুর চিড়িয়াখানা চালু হল ১৮৭৫
কবি জসিমউদ্দিনের জন্ম ১৯০৪
বিংশ শতাব্দীর এবং দু'সহস্র বছরের শেষ দিন ২০০০
কোভিড ১৯ টিকা ব্যবহার করার জন্য জরুনি নির্দেশ দিল হু ২০২০

দারিদ্র্য মোচনে কেরালা কি নজির সৃষ্টি করল?

কিশোরকুমার বিশ্বাস

গত ১লা নভেম্বর কেরালা সরকার ঘোষণা করেছে যে কেরালাই ভারতে প্রথম রাজ্য যেখানে কোন মানুষই আর চরম দরিদ্র নয়। গত ২০২১ সালে কেরালা এক পরিকল্পনা গ্রহণ করে দি এক্সট্রিম পভার্টি এরাডিকেশন প্রোগ্রাম বা ইপিইপি। এই পরিকল্পনার ফলে তারা এই বিষয়ে সম্পূর্ণ সাফল্য লাভ করেছে এবং রাজ্য সরকারের মতে কেরালাতে আর এমন পরিবার বা মানুষ নেই যারা অতি দারিদ্র্য বা এক্সট্রিমলি পুয়োর। এখন যদিও দেখা যাচ্ছে কেরালা সরকার নিজেই এই বিষয়টি ঘোষণা করেছে এবং অন্য কোনও স্বাধীন সংস্থা তা পরীক্ষা করে ঘোষণা করেনি, তাই এটা নিয়ে শুরু হয়েছে রাজনীতি। অবশ্য কিছু বিশেষজ্ঞও এই বিষয়টিকে পুরোপুরি মেনে নিচ্ছেন না। কেরালার মুখ্যমন্ত্রী পিনারই বিজন এটা ঘোষণা করেছেন অনেক বড় বড় পদের মানুষের সামনে। সেখানে ভারতের চীনা রাষ্ট্রদূতও ছিলেন বলে খবরে প্রকাশ। তবে বিতর্ক কী কী ধরনের হচ্ছে তা পরে আলোচনা করা হবে। কিন্তু কেরালা এই কাজ যে সমগ্র বিশ্বে আলোচিত হবে এবং অনেকটা প্রশংসিতও হবে তা নিয়ে সন্দেহ না করাই ভাল। এখন দেখতে হবে দারিদ্র্য বিষয়টিকে অর্থনীতিবিদ্‌রা কিভাবে পরিমাপ করেন।

কীভাবে দারিদ্র্য মাপা হয়?

প্রথমত, দারিদ্র্য লোকের সংখ্যা পরিমাপ করে তা ঠিক হতে পারে। এই পদ্ধতিতে দারিদ্র্য সীমা ঠিক হয় যাকে বলে দারিদ্র্য রেখা। যদি মানুষ ওই রেখার ওপরে স্থান পায় তবে তিনি দারিদ্র্য সীমার ওপরে থাকবেন। তারাই দারিদ্র্য যারা ঐ রেখার নীচে অবস্থান করবে। এখন প্রশ্ন হল দারিদ্র্য রেখা কীভাবে পরিমাপ করা হয়? এটা কোন এক সমাজে তুলনামূলকভাবে পরিমাপ করা হয়। বিভিন্ন দেশের মানুষের দারিদ্র্য মাপা একই বিষয় নিয়ে বোঝা যাবে না। যেমন ঠান্ডাবহুল দেশে বেশি পোষাক ব্যবহার করা গরীব মানুষের মধ্যেও আছে। তাদের সাধারণ বাড়ি কিছুটা মজবুত হবেই প্রকৃতি থেকে বাঁচার জন্য। এই জন্য এইরকমভাবে গরম দেশের মানুষকে তাদের সঙ্গে মেলানো হবে না। বিশ্বব্যাঙ্ক নির্দিষ্ট করেছে যদি কোন মানুষের আয় দিনে তিন ডলার বা তার বেশি হয়, তবে সে আর দারিদ্র্য নয়। এছাড়া অন্যান্য নাগরিকের সঙ্গে তুলনা করে যে দারিদ্রের পরিমাপ তাতে বলা হচ্ছে যদি কোনও লোকের আয় সেই দেশের ৬০% মানুষের যা মধ্যবর্তী আয় তার চেয়েকম হয় তবে সে দারিদ্র্য। এই হিসাব অনুযায়ী উন্নত দেশের দারিদ্র্য মানুষ অবশ্যই অনুন্নত দেশের দারিদ্র্য মানুষের তুলনায় ভাল জীবনযাপন করে এটা বোঝাই যাচ্ছে।

এছাড়া আছে একটি সহজ পরিমাপ যা বলে দেশের কতজন মানুষ দারিদ্র্যসীমার নিচে আছে। অর্থাৎ যতজন লোক সীমার নীচে আছে তাকে ওই দেশের মোট জনসংখ্যা দিয়ে ভাগ করে ওই ভাগফলকে ১০০ দিয়ে গুণ করলে যা পাওয়া যাবে তত শতাংশই মানুষই হল ওই দেশের দারিদ্র্য মানুষের হিসাব। যে কথাটা আগেই তোলা হল সেটা হচ্ছে দারিদ্র্য সীমা কিভাবে মাপতে হবে? খুব সহজভাবে বললে এইরকম হয়। মানুষের বাঁচতে গেলে নূন্যতম খাদ্য, বস্ত্র এবং আশ্রয়ের প্রয়োজন। তাই কত কম খরচে কত সাধারণভাবে এই জিনিসগুলো একটা দেশের সাধারণ মানুষ কিনতে গেলে নূন্যতম আয়ের প্রয়োজন হয়, সেটাই হল দারিদ্র্য সীমার হিসাব। অর্থাৎ সবচেয়ে কত কম অর্থে ঐ জিনিসগুলো কেনা যায় যাতে করে একটি মানুষ বেঁচে থাকতে পারে। এটা একটা চলমান সংখ্যা। কারণ সময়ের সাথে সাথে দ্রব্যমূল্য বাড়ে তাই দারিদ্র্যসীমার অঙ্কটাও বাড়তে থাকে। তবে ঐ হিসাব তত্ত্বগতভাবে ঠিক হলেও বাস্তবে দারিদ্র্যসীমার সংখ্যায় বেঁচে থাকা সহজ ব্যাপার নয়। এই হিসাব শহরে এক গ্রামে এক, রাজ্যে আবার পাল্টায়। এই হিসাবে শিক্ষাকে রাখলে আবার রেখার স্থান পাল্টাবে। আবার অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য ধরলে তা আরো বড় সংখ্যা হবে।

মাল্টি ডাইমেন্সনাল প্রভার্টি মেজারমেন্ট

বর্তমানে কিন্তু আরো বিস্তৃতভাবে দারিদ্র্য পরিমাপের চেষ্টা হচ্ছে। যেখানে বহু জিনিসকে নিয়ে আসা হয়েছে। মনে করা হচ্ছে ঐ সমস্ত জিনিসই মানুষের এত প্রয়োজন ভালেভাবে বাঁচতে গেলে সেখানে পুরোনো সব পরিমাপই অসম্পূর্ণ। সেগুলো দিয়ে বর্তমানের মানুষকে হিসাব করা চলে না। এটা কেবল মানুষের আয় দেখেই নির্ধারিত করে না। এটা তাই মাপা হয় স্বাস্থ্য, শিক্ষা এবং জীবনযাপনের মানকে গুরুত্ব দিয়ে। এই ক্ষেত্রে একজন মানুষ প্রয়োজনের তুলনায় কত পিছিয়ে তা বিচার করা হয়। তাই একটি পরিবারকে মাল্টিডাইমেনশনালি দ্রারিদ্র্য বা বহুবিধ ক্ষেত্রে গরীব বলা হবে তখন যখন ঐ পরিবার অন্তত এক তৃতীয়াংশ ওই বিষয়ে প্রয়োজনীয় মানের অভাব বোধ করে। এখানে হিসাবে শূন্য থেকে এক এর মধ্যে হবে। যত কম অর্থাৎ শূন্যের দিকে হিসাবের মান হবে তাকে তত কম দারিদ্র্য হিসাবে চিহ্নিত করা হয়। অর্থাৎ তাদের ওই বিষয়গুলোতে প্রয়োজনের তুলনায় ঘাটতি কম। স্বাস্থ্যের মধ্যে পুষ্টির অভাব এবং শিশুদের মৃত্যুর হিসাব দেখা হয়। শিক্ষার জন্য দেখা হয় কত বছর পড়াশোনা করেছে স্কুলে এবং সেখানে তার উপস্থিত কতদিন ছিল। সেরকমই জীবনযাপনের মান বিবেচনা করা হয় রান্নায় ব্যবহৃত জ্বালানি, পানীয় জলের মান, বিদ্যুতের ব্যবহার এবং বাড়ির মান। এছাড়া আছে রেডিও, ফ্রিজ, বাই সাইকেল এর মতো কী কী জিনিস তারা ব্যবহার করে।

কেরালার সাফল্য কীভাবে এল?

এই ব্যাপারে কেরালা সরকার প্রায় ১৪ লক্ষ নাগরিককে যুক্ত করেছিল দারিদ্র্য মানুষদের চিহ্নিত করতে। এইক্ষেত্রে স্বাস্থ্যকর্মী 'আশা'-র মহিলাদের, অঙ্গনওয়াড়ির কর্মী, বিভিন্ন অ্যাসোসিয়েশন এবং অন্যান্য সামাজিক গোষ্ঠীকে যুক্ত করা হয়েছিল দারিদ্র্য চিহ্নিতকরণে। এরা ৬৪,০০৬ পরিবারকে চিহ্নিত করে। এতে মোট জনসংখ্যা ১ লক্ষ ৩ হাজার ৯৯ (১,০৩,০০০৯৯), রাজ্যের ১০৩২টি স্থানীয় প্রশাসনের মধ্যে ছড়িয়ে ছিল। এরপর এই মানুষদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্রভাবে দেখেছে।

কোন সাধারণ পরিকল্পনা দিয়ে এদের উন্নতি হবে না বুঝেছিল সরকার। যেমন—খাদ্য বিতরণ বা বিনা সুদে অর্থ সাহায্য বা একেবারেই দেওয়া। অর্থ সাহায্য কিম্বা সকলের জন্য স্বাস্থ্য পরিষেবা দেওয়ার ব্যবস্থা করা ইত্যাদি। এরা যেটা করেছে তা হল প্রত্যেকের আলাদা আলাদা করে কী কী প্রয়োজন তা খোঁজ নিয়েছে। যেমন কারো দোকানের পুঁজি নেই, কারো বিশেষ রোগের জন্য শারীরিক ক্ষমতা কমে যাওয়া, কারো ব্যবসার জন্য গাড়ি খারাপ হওয়ায় কর্মহীনতা, কারো ছেলেমেয়েদের দূরে স্কুল, কারো বাড়িতে পঙ্গু মাতা-পিতার জন্য কাজে যেতে না পারা ইত্যাদি। এইসব হিসাব করে আলাদা আলাদা পরিবারের আলাদা-আলাদা সমস্যাকে পার করে দেওয়ার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছিল। এইভাবে তাদের প্রায় সকলকে স্বাভাবিকভাবে বাঁচতে সাহায্য করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছিল।

বিহারের আর্থিক উন্নয়নে বিশেষ নীতি চাই

নিজস্ব প্রতিনিধি- কিছুদিন আগে বিহারে বিধানসভার নিবাচন হল। কেউ ভাবতেও পারেনি পুরোনো এনডিএ সরকার কেবল ভাল ফল করবেই নয়, তারা যে ঐতিহাসিক ভাবে বিজয়ী হবে। ঐতিহাসিক বলা হচ্ছে এই কারণে ভারতে স্বাধীনতার পরে এত বিশালভাবে জয়লাভ দেখা যায় নি।

কিন্তু বিহারে এনডিএ-র প্রধান দুই শরিক প্রায় ৯০ শতাংশ এবং ৪৮ শতাংশ ভোট পেয়ে ইতিহাস তৈরি করল ২০২৫ এর বিধানসভার ভোটে। কেউ স্বপ্নেও ভাবেনি এত বেশি আসন পাবে ঐ দুই বৃহত্তম দল। কিন্তু বিহার তো খুব অনুন্নত রাজ্যের অন্যতম। সেখানে যুবক-যুবতীদের কাজের সুযোগ কম। তাদের বাইরের রাজ্যে কাজের জন্য বিশেষ করে সাধারণ শ্রেণিকে কাজের জন্য বাইরের রাজ্যে যেতে হয়। তাদের প্রেরিত অর্থে তাদের পরিবারের আর্থিক প্রয়োজন মেটে। মূলত কৃষি অর্থব্যবস্থা এই বিহার. ২০০০ সালে রাজ্যের ভাগ হয়ে যাওয়ার পর শিল্প এবং খনি চলে গেছে ঝাড়খণ্ডে। বিহার আরো গবীর হয়েছে। তার অতীতের ইতিহাস প্রায় বিস্মৃত।

অতীতের বিহার-শ্রেষ্ঠ স্থান

অতীতে ৪৯৯ খ্রিস্টপূর্বাব্দে বিশ্ববিখ্যাত জ্যোতির্বিজ্ঞানী আর্যভট্ট পাটনার ৩০ কিমি দূরে অরেঙ্গা গ্রামে জন্মেছিলেন। সেই সময়ে সাধারণ যন্ত্রের সাহায্যে তিনি সূর্যগ্রহণ, চন্দ্রগ্রহণ ব্যাখ্যা করেন। এর ফলে শহর জানল এইগুলো দেবতাদের ইচ্ছানুসারে হয় না, এর পেছনে প্রাকৃতিক কারণ উপস্থিত। আর্যভট্টই এক বছরের সময়ের হিসাব করে প্রায় ঠিক হিসাব দিয়েছিলেন। যা এখনও চলছে। তিনি বলেছিলেন, এক বছর মানে ৩৬৫.২৫ দিন। এই বিহারেই মৌর্য সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা হয়। ঐতিহাসিকরা বলেন, এটাই ভারতের প্রথম সভ্য রাষ্ট্র যা আধুনিক রাষ্ট্রের মত। রাষ্ট্র অর্থে প্রথমেই লেখার প্রচলন। ভাষা লিখিত আকার না পেলে সভ্যতা আসে না। করব্যবস্থা তারপর চাই সভ্য রাষ্ট্র হতে গেলে। এছাড়া সকলে যেটা জানে বিহার অতীতে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জ্ঞান-বিজ্ঞানের স্থান দিল। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিজ্ঞান, দর্শন, গণিত, চিকিৎসা শাস্ত্র ইত্যাদি পড়তে আসত। বিহারেই ভারতের সর্বপ্রথম রাষ্ট্র বিপ্লব হয় বৌদ্ধধর্ম প্রচলনের ফলে। ঈশ্বরহীন, ব্রাহ্মণসহ জাতপাত নিয়ে প্রবর্তন করা পৃথিবীর মধ্যে প্রথম সর্ববৃহৎ সমাজ বিপ্লব বলে বিবেচিত হয়।

বিহারের কিছু আর্থ সামাজিক পরিস্থিতির ভূমিকা

আগে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা কালে বলা হত ভারতে যাতে করে ভারসাম্য বজায় রেখে আর্থিক এবং আর্থ সামাজিক উন্নতি হয় তার চেষ্টা করাই হল মূল উদ্দেশ্য। কিন্তু হল কী? প্রথম থেকেই এখন পরিকল্পনা গ্রহণ করা হল যাতে করে মহারাষ্ট্র তামিলনাড়ু এবং কিছুটা পাঞ্জাব বেশির ভাগ উন্নয়নের সুযোগ পেল। পরে গুজরাটও পেল ভিন্ন কারণে। প্রথমত, উত্তর ভারত পূর্ব ভারত, উত্তর পূর্ব ভারত একেবারে দুর্বল অঞ্চল হিসাবেই বয়ে গেল। মজার ব্যাপার হল বিহার এবং উত্তরপ্রদেশে কেন্দ্রীয় সরকারে দেশ ক্ষমতাবান মানুষ থাকা সত্ত্বেও নিজেদের রাজ্যে ঠিক যত বিকাশের জন্য অর্থবরাদ্দ করতে পারে নি। গত ২০২৫ বছরে অবস্থার অনেক পরিবর্তন হয়েছে। এখন রাজ্য নিয়ে চেষ্টা করে দেশী-বিদেশি বিনিয়োগ আনতে পারে। তবে সেইজন্য রাজ্যের পরিকাঠামো ভাল হওয়া দরকার। এছাড়া কিছু লোভনীয় সুবিধা দিয়ে বড়-ছোট বিনিয়োগ আনছে অনেক রাজ্য। এক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারের ভূমিকা বেশি নেই। দক্ষিণ ভারতের রাজ্যগুলো এই কারণে ভারতের সবচেয়ে অগ্রণী রাজ্য মহারাষ্ট্র এবং গুজরাট তাদের আর্থিক বৃদ্ধি রাখতে পারলেও বৃদ্ধির গতি দক্ষিণের রাজ্যগুলোর বেশি থাকছে। বিপরীতে বিহার সহ পূর্বভারত উত্তর ভারত এবং উত্তরপূর্ব ভারত, যেখানে উন্নয়নের বৃদ্ধি বেশি কিছু হয়নি।

বিহারের বর্তমান অবস্থা

প্রথমেই যদি লেখাপড়ার বিষয় দেখি তাহলে ২০১৯-২১-এ বিহারের মাত্র ৬১% মহিলা আছে যারা স্কুলে অন্তত একবার ভর্তি হয়েছিল বা কিছুদিন স্কুলে গেছিল। এই বিষয়ে বিহার দ্বিতীয় পিছিয়ে পড়া রাজ্য। এখানে ২০ থেকে ২৪ বছরের মেয়েদের ৪১% বিয়ে হয়েছে ১৮ বছর পূর্ণ হওয়ার আগেই এই বিষয়েও বিহার দ্বিতীয় পিছিয়ে পরা রাজ্য।

দ্বিতীয়ত, শিশু মৃত্যুর হার বিহারে প্রতি এক হাজারে ৪৬.২% । যেখানে ভারতের গড় ৩৫.২। এই রাজ্যে উন্নত স্বাস্থ্যকর জীবনযাপনের ক্ষেত্রে সবচেয়ে নীচের তালিকাতে। শিশুদের মধ্যে ওজন একটা গুরুত্ব স্বাস্থ্যসূচক।

তৃতীয়ত, হল মানব উন্নয়ন সূচক (হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট ইনডেক্স)। এক্ষেত্রে শিক্ষা সহ , আয় ও অন্যান্য জীবনযাপনের মান গ্রাহ্য করা হয়। এক্ষেত্রে ভারতের গড় হল ০.৬৪৪। কিন্তু কেবল বিহারে তা ০.৬০৯।

চতুর্থত, আয়ের নিরিখেও বিহার সবচেয়ে নিচু স্থানে আছে। মাথাপিছু আয় উৎপাদনে বিহার রাজ্যে সবচেয়ে কম, ২৫টি রাজ্যের হিসাবে ২৫ নম্বরে বিহার। সবচেয়ে বেশি তেলেঙ্গানা ২০২৩-২৪-এর হিসাবে।

পঞ্চমত, কাজের সুযোগ। এখানে পরিষেবা এবং শিল্পে নিয়োগের বিষয়টি ভাবা হচ্ছে। এই বিচারে পরিষেবা ক্ষেত্রে বিহারে ২৫.৫% লোক নিয়োজিত। এই ক্ষেত্রে ২৯টি রাজ্যের মধ্যে বিহারে স্থান ২১।

ষষ্ঠত, শিক্ষা ক্ষেত্রে কতকগুলো হিসাব জরুরি। তা হল, নবম-দশম শ্রেণীতে পড়া ছেড়ে চলে যাওয়ার হিসাব হল ২০.৫%। একাদশ-দ্বাদশ-এ পড়ে মাত্র ৩৪.৯% এবং উচ্চশিক্ষাতে বিহারের ১৭.১% মানুষ ২০২৩-২৪ সালে ছিল। এক্ষেত্রে ২৯টি রাজ্যের মধ্যে ভারতে বিহার হল ২৮-এ। তাই শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং রোজগার ইত্যাদি সব ক্ষেত্রেই বিহার হল ভারতের সবচেয়ে পশ্চাৎপদ রাজ্যের অন্যতম। কেন বিহারেই ভাল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান করা হচ্ছে না। একটু ভিতরের অঞ্চলের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো একেবারে খারাপ অবস্থায়। তাদের পরিকাঠামো ভাল করতে হবে। শিক্ষক এবং ছাত্র-ছাত্রীদের বিষয়ে নজরদারি বাড়াতে হবে।

বিহারে স্বাস্থ্যক্ষেত্রে বিশেষ নজর দিতে হবে। দুর্নীতি দূর করার জন্য রাজনৈতিক সদিচ্ছা চাই। এটার বড় অভাব বিহারে। এক্ষেত্রে সর্ব দলীয় এবং বিশিষ্ট মানুষকে নিয়ে উন্নয়নের গতিমুখ তৈরি করতে হবে এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে কমিটি করে তাদের হাতে বেশ খানিকটা প্রকৃত ক্ষমতা দিয়ে কাজ শুরু করা জরুরি। এখন বিহারকে উচ্চ আসনে বসাতে গেলে জাতপাতের ওপরে যাওয়ার চেষ্টা করতে হবে। এটা করতে গেলে পিছিয়ে থাকা অংশকে রোজগার দিতে হবে। বিভিন্ন সরকারি এজেন্টের অর্থ ঠিকমতো ব্যয় হচ্ছে কি না তা ব্যাঙ্কের সঙ্গে যুক্ত করে করা যায় কি না তা দেখা জরুরি। মনে রাখতে হবে, বিহারে উন্নতির অর্থ ভারতের উন্নতি। তাই কোন অঞ্চলকে অনুন্নত রাখা দেশের পিছিয়ে পড়ারই শামিল।

ডলারের দাম উর্দ্ধমুখী, বাজারে নেতিবাচক সংকেত

জীবনচন্দ্র পাইন

বাজার তার শক্তি ক্রমশ বাড়াচ্ছে। 20 শে নভেম্বর বাজার সর্বোচ্চ উচ্চতায় পৌঁছোলো। GST কমায় বহু পণ্যের বিক্রি বৃদ্ধি পেয়েছে, বাড়ছে চাহিদা বা প্রকারান্তরে শিল্প চাঙ্গা হবে। মোটের ওপর শেয়ারবাজারে তার অনুরূপ প্রভাব পড়বে। ভালো বর্ষা ফলন বাড়িয়ে খাদ্যপণ্যের দাম নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারে। বাড়াতে পারে খাদ্যপণ্যের চাহিদা যা বাড়িয়ে তুলবে গ্রামীণ অর্থনীতিকে।

সংস্থাগুলির জুলাই-সেপ্টেম্বরের ভালো আর্থিক ফলে বাজার খুশি। বিশেষজ্ঞমহল আশা করছে আগামীদিনে আরও ফল ভালো হবে। বিভিন্ন সংস্থার প্রথম ছাড়া শেয়ার (IPO) কেনার হিড়িক রীতিমতো নজর কেড়েছে। এটাও অর্থনীতি ও শেয়ারবাজার চাঙ্গার একটি প্রতিচ্ছবি।

এতসব ভালো দিকের মধ্যেও আশঙ্কার দিক আছে। বিদেশী পুঁজি বাজার থেকে ক্রমশ বেড়িয়ে যাচ্ছে। জুলাইতে 1774 কোটি। আগস্টে 34993 কোটি, অক্টোবরে 12387.39 কোটি টাকার বিদেশী লগ্নি বেরিয়ে গেছে যথাক্রমে। মোটের ওপর চলত বছরে এখনও পর্যন্ত 1.5 লক্ষ কোটি টাকারও বেশি বিদেশি লগ্নি বেরিয়ে গেছে এ দেশ থেকে। যা শেয়ারবাজারকে অল্প হলেও চিন্তায় রাখছে।

ফেজ থ্রি (Faze Three) : 1985 সাল থেকে এই কোম্পানির জয়যাত্রা শুরু। মার্কিন শুল্ক বৃদ্ধির ফলে যে সব বড় বড় টেক্সটাইল কোম্পানি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল তার মধ্যে অন্যতম এই কোম্পানি। অনেকটা উপর থেকে এই কোম্পানির শেয়ারে সংশোধন হয়েছে। পরিস্থিতি বদলানোয় শেয়ারের দামে আবার বৃদ্ধি লক্ষ্য করা যাচ্ছে। Household Decorative Textile এবং Automotive and technical textile-এ এদের ভূমিকা বিশাল। ইউরোপ এবং যুক্তরাষ্ট্রে (UK) এদের তৈরি উৎপাদন বিপুল পরিমাণে রপ্তানি হয়। যা কোম্পানির আর্থিক Fundamental Base -কে আরও শক্তিশালী করেছে। প্রোমোটারদের এই শেয়ারে হোল্ডিং যথেষ্ট ভালো। বিদেশী এবং দেশীয় বিনিয়োগকারীদের যথেষ্ট পরিমাণ বিনিয়োগ আছে। তাছাড়া বেশ কিছু স্বনামধন্য বিনিয়োগকারী একটা বড় অঙ্কের শেয়ারে বিনিয়োগ করে রেখেছে। পৃথিবীর বড় বড় রেটিং সংস্থাগুলো এই কোম্পানিকে অনেক উপরে রেখেছে। Fundamental Base খুব ভালো। শেষ কয়েকটি ত্রৈমাসিকে এদের আর্থিক ফলাফল খুব ভালো হয়েছে। জারা (JARA), মার্কস এন্ড পেনসাস (Marks and Pensus) ইত্যাদি বড় বড় ব্রান্ডের সাথে এদের ব্যবস্থা চলে। বর্তমান দাম 521 টাকার কাছাকাছি। স্বল্পমেয়াদে 500 থেকে 630 টাকা লক্ষ্যমাত্রা দিচ্ছে, মধ্যমেয়াদে 750 টাকা দিচ্ছে। আর দীর্ঘমেয়াদে খোলা আকাশ। নজরে রাখুন। বর্তমান জায়গা থেকে নেবার কথা ভাবুন। ভবিষ্যত উজ্জ্বল।

শান্তি গিয়ার (Santi Gear) : ১২৫ বছরের পুরানো কোম্পানি। বুরুগাপ্পা (Buru Gappa) গ্রুপের কোম্পানি। এই গ্রুপের রমরমা সারা বিশ্বজুড়ে সুবিদিত। ভারতবর্ষের টিউব (Tube) ইন্ডাস্ট্রির একটা বড় নাম। প্রায় 70% Investment সারা ভারত জুড়ে। Auto ancilliary এবং Auto গ্রুপের একটি প্রথম সারির কোম্পানি। গত কয়েক বছরের আর্থিক ফলাফল খুব ভালো। ভালো অর্ডার বুক এদের কব্জায়। Fundamental Base বেশ চমকপ্রদ। শেষ তিন বছরে মুনাফার শতাংশ 32 -এর কাছে। 32% Return on capital employed। শেষ তিন বছরে বিক্রির গড় 22%। মাঝে কোম্পানি buy back -ও করেছে। Return on Equity 26%। নীট মুনাফার (PAT) মার্জিন 16%। বর্তমানে শেয়ারের মূল্য 482 টাকার কাছাকাছি। উপর থেকে (621) সংশোধন হয়ে এই জায়গায় এসেছে। শেয়ারের দাম 100 DMA (Daily Making Average) এতে 490 টাকার কাছে। ফলে বর্তমান দামে নেওয়া যেতে পারে। কারণ এই দামটা সাপোর্ট (support) -এর কাজ করছে। বাজার বিশেষজ্ঞরা স্বল্প মেয়াদে 530 টাকা লক্ষ্যমাত্রা দিচ্ছে। মধ্যমেয়াদে 700 টাকার লক্ষ্যমাত্রা দিচ্ছে। আর দীর্ঘমেয়াদে খোলা আকাশ। এস আই পি (SIP) পদ্ধতিতে এই শেয়ারে বিনিয়োগ ভাবনা থাকবে। কোম্পানির বর্তমান কর্মকাণ্ড যেভাবে এগোচ্ছে তা আগামীদিনে আর্থিক ফলাফলে গভীরভাবে প্রভাব ফেলবে।

এছাড়াও আর্থিক ফলাফলের সময় শেষ হল। ভালো ভালো শেয়ার যেমন SBI—Reliance-HDFC Bank, Infosys, HAL, Bandhan Bank ইত্যাদি শেয়ারে সংশোধনে বিনিয়োগ ভাবনা থাকবে। Yes Bank—23-24 টাকার কাছে এসে আবার নিচের দিকে যাচ্ছে। 22.10 টাকার আশেপাশে আসলে নিয়ে কাজ করতে পারেন। এই জায়গাটা থেকে বারে বারে ঘুরছে। উপরে 24 টাকার কাছে গেলে সাময়িকভাবে বেঁচে খেলতে পারেন। কিন্তু মনে রাখতে হবে এই শেয়ারে উপরের দিকে টান আছে। বড় বড় অপারেটাররা এই শেয়ারে ঢুকে আছে। আর যারা SIP করছেন তাদের SIP চলবে। দামের দিকে তাকাবেন না।

কমোডিটি : 'ডলার' উর্দ্ধমুখী। এতে শেয়ার বাজার কমলেও সোনা ও রুপোর বাজার তেজ থাকবে। আমেরিকা তথা ভারতের বাজারও ডলারের ওঠানামাতে প্রভাবিত হচ্ছে। রুপো 1,92,000 টাকা থেকে ভালো সংশোধন করল। নিচে 1,42,000 টাকার কাছে দেখিয়ে আবার 1,60,000 টাকা উপরে দেখালো। এবারে রুপোর রেঞ্জ 1,52,000 – 1,60,000 মধ্যে থাকবে বলে বাজার বিশেষজ্ঞদের ধারণা। এই রেঞ্জের মধ্যে stop loss দিয়ে কাজ করবেন। কিন্তু মনে রাখবেন রুপোয় কিন্তু উপরের দিকে টান আছে। গহনার থেকেও ওই ইন্ডাস্ট্রির (2nd Industry) চাহিদা উত্তরোত্তর বাড়ছে। সোনাও 1,22,000 টাকার কাছে এলে নিয়ে কাজ করার কথা ভাবুন। ন্যাচারাল গ্যাস (NG) উপরে 430 টাকার কাছে গিয়ে আবার নিচে 377 টাকা দেখানো। সাধারণত শীতকালে সারা বিশ্বজুড়ে NG -এর চাহিদা বাড়ে, ফলে উপরের দিকে টান থাকবে। বেচে খেললেও stop lass দিয়ে কাজ করবেন।

আজ এই পর্যন্ত। আগামীতে আবার খবরের ডালি নিয়ে দেখা হবে। পত্রিকায় নজর রাখুন। (মতামত নিজস্ব)

জীবন চন্দ্র পাইন ৯৮৭৫৫ ৩০৫৮৯ / ৯৮৩০১ ৩৬১৯৮।

ভাবনাচিন্তাহীন অনুকরণে উন্নয়ন পুষ্ট হয় না

বিদেশের ভালো ভালো জিনিসের অনুকরণের কিছু অংশ এই শহরের ক্ষেত্রে মানানসই হয়েছে। আবার কিছু অংশ একেবারেই কাজে আসে নি। অর্থ ব্যয় হয়েছে। কলকাতা শহরের এই বাহ্যিক পরিবর্তন কি আমাদের সংস্কৃতি ও ধারাবাহিকতা বজায় রেখে হয়েছে? শহরের এই রূপ পরিবর্তনের প্রভাব কতটা আমাদের প্রভাবিত করতে পেরেছে? আসলে সিঙ্গাপুর, দুবাই, সুইৎজারল্যান্ড এবং লন্ডনের মতো উন্নতমানের পরিষেবা কলকাতা সহ সমগ্র ভারতেও অমিল। ফলে সেইসব দেশের স্থাপত্য অনুকরণ করা হলেও আমাদের জীবনযাত্রার মান যা ছিল, তাই আছে। দু-একটা উদাহরণ দেওয়া প্রয়োজন।

২০১৬ সালে দক্ষিণ শহরতলির পাটুলির কাছে বাইপাসের গা ঘেঁষে একটা নোংরা জলের ডোবা ছিল। সেই সময়টা বাইপাস চওড়া করা এবং পুনর্বাসন নিয়ে কাজ শুরু হবে। ফলে হকার উচ্ছেদ এবং তাদের পুনর্বাসন করতে হবে। সরকারের একজন মন্ত্রী পাটায়ায় বেড়াতে গিয়ে সেখানে ভাসমান বাজার দেখতে পান। সেখানকার ভাসমান বাজারের মতো এই শহরে তা করার পরিকল্পনা করা হয়। নজর পড়ে পাটুলির ডোবাটার দিকে। শুরু হল সেই ডোবাতে ভাসমান বাজার তৈরি করার কাজ। কৌলিন্য পেল নোংরা ডোবা। বাজার চালু হল। স্থানীয় মানুষ কেনাকাটা শুরু করলেন। কয়েক বছর ভাসমান বাজারটা দারুণভাবে চললো। তারপরেই স্তিমিত হয়ে গেল সব। নৌকাগুলো নষ্ট হতে শুরু করলো। মশার কামড়ে অতীষ্ট ক্রেতা-বিক্রেতারা। অভিযোগের পাহাড় তৈরি হল। কোভিড পরবর্তী

সময়ে ভাসমান বাজার অদৃশ্য হল। পাটায়ার ফ্লোটিং মার্কেট আর পাটুলির ভাসমান বাজার-এর দুয়ের প্রেক্ষাপটই আলাদা।

দশ কোটি টাকা ব্যয় করে তৈরি হয়েছিল এই বাজার। ছিল ২০০টিরও বেশি নৌকা। এখন সবই বন্ধ। অবশ্য ফের এই বাজারটি চালু করার চিন্তাভাবনা চলছে। কলকাতার রাস্তাঘাটকে বিদেশি কায়দায় সাজাতে গিয়ে এলো ত্রিফলা আলো। ২০১২ সালে এই শহরে প্রায় বারো হাজার ত্রিফলা বাতিস্তম্ভ বসিয়েছিল কলকাতা পুরসভা। ২৭ কোটি টাকা খরচ হয়েছিল এই কাজের জন্য। এই আলোর বিষয়টা নিয়ে বিতর্ক শুরু হয়। সিএসসি-র তদন্তে প্রকাশ, বাজার দরের থেকে বেশি টাকা নিয়ে এই বাতিস্তম্ভ কেনা হয়। পুর কর্তৃপক্ষ জানায়, প্রায় এক হাজার বাতি চুরি হয়েছে, কোথাও আবার বাতি স্তম্ভগুলো দুমড়ে মুচড়ে গিয়েছে। ফলে বিতর্ক নিয়েই বিদায় নিয়েছে ত্রিফলা।

লেকটাউন-ভিআইপি রোডের মোড়ে লন্ডনের অনুকরণে ২০১৫ সালে বসানো হয়েছিল বিগ বেন ঘড়ি। ১৩৫ ফুট উঁচু এই মিনার। খরচ হয়েছিল ১.৩৬ কোটি টাকা। এটা অবশ্য কাজে লেগেছে। তৈরি হয়েছে নতুন ল্যান্ডমার্ক এবং পর্যটনের আকর্ষণ। নিউটাউন এখন আধুনিক কলকাতার নবতম সংস্করণ, বিশ্ব বাংলা গেট, ইকোপার্ক প্রভৃতি দ্রষ্টব্যতে রয়েছে বিদেশি সংস্কৃতি ও স্থাপত্যের ছাপ। আর দুর্গাপুজো তো ক্রমে ক্রমে পূর্ণ বাণিজ্যিকীকরণের পথে চলছে। কার্নিভাল ক্রমশ আকর্ষণীয় হচ্ছে। দেশি-বিদেশি সংস্কৃতিকে মিশিয়ে একটা মিশেল তৈরি করা হয়েছে।

প্রিয় সম্পাদক

অভব্যতা

প্রতিকা রাওয়াল নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে সেঞ্চুরি করে ফিল্ডিং করতে গিয়ে চোট পেলেন। ভারতীয় দলে সেরা ব্যাটার। এবারের বিশ্বকাপে ৭ ম্যাচে ৩০৮ রান করেছেন। এর মধ্যে রয়েছে একটি সেঞ্চুরি এবং একটি অর্ধশত রান। ফাইনালে খেলতে পারলেন না চোটের কারণে। মাঠে হুইল চেয়ারে বসেছিলেন ফাইনালের দিন। ফাইনাল খেলতে না পারার জন্য তাঁকে কোনও পদক দেওয়া হয়নি। পরিস্থিতির গুরুত্ব আঁচ করতে পেরে ফাইনালের 'ম্যান অব দ্য ম্যাচ' শেফালি ভার্মা তাঁর নিজের পদকটা প্রতিকাকে দিয়ে দিলেন। একটা অদ্ভুত কাণ্ড, ভারতীয় দলের সব ক্রিকেটারের জন্য কোনও পদক আইসিসি রাখেনি। আইসিসি-র পক্ষ থেকে মাঠে ঘোষণা করাটা উচিত ছিল যে, প্রতিকার পদক বাড়িতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে / হবে। বিষয়টা দেখে ভালো লাগেনি।

দেবদূতা পাল, দমদম

নারীরাই পারে

নারীদের সাফল্য এবং পারদর্শিতা এখন গগনচুম্বী। ক্রীড়া, শিক্ষা, প্রতিরক্ষা, সংস্কৃতি সমস্ত দিকেই সাফল্য এসেছে। বক্সার মেরিকম, এভারেস্ট জয়ী বাচেন্দ্রী পাল, দাবাড়ু দিব্যা দেশমুখ, ইংলিশ চ্যানেল জয়ী আফরিন জনাব, শিক্ষায় কৃতী ছাত্রী আদ্রিজা গণ ৮২টি কেমো নিয়েও উচ্চ মাধ্যমিকের তৃতীয় সেমিস্টারে নবম স্থান সহ নানাদিকে ছড়িয়ে থাকা মেয়েদের নাম সম্মানের সঙ্গে উচ্চারিত হচ্ছে। সমাজকে গর্বিত করে চলেছেন তাঁরা। সেই গর্ব হঠাৎ করে হিমালয়ের আকার নিয়েছে যখন ক্রিকেট বিশ্বকাপের ফাইনালে ভারতের মহিলা ক্রিকেট দল দক্ষিণ আফ্রিকাকে হারাল। মাঠে তাঁরা সকলের সেরাটা দিয়েছেন। কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে প্রস্তাবটি দিচ্ছি যে, আগামী বছর ৮ মার্চ, ২০২৬-এ বিশ্ব নারী দিবসের দিন ভারতীয় মহিলা ক্রিকেটদলকে রাষ্ট্রীয় সম্বর্ধনা দেওয়া হোক।

শিখা মজুমদার, দমদম

বাভুমাকে সেলাম

ক্রিকেটের পারিজাত উদ্যান ইডেন গার্ডেন্সে দক্ষিণ আফ্রিকার বীরোচিত ক্রিকেট আমাদেরকে আরেকবার মুগ্ধ করল। বীরের মতো লড়াই কাকে বলে, তা দেখালেন প্রোটিয়া অধিনায়ক টেম্বা বাভুমা। দ্বিতীয় ইনিংসে দক্ষ অধিনায়কের মতো বুক দিয়ে আগলে রেখেছিলেন নিজের

দলের সতীর্থদের। এই লড়াই গোটা ক্রিকেট দুনিয়াকে মুগ্ধ করেছে। চলতি বছরে প্যাট কমিন্সের অস্ট্রেলিয়াকে হারিয়ে আই সি সি ওয়ার্ল্ড টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ট্রফি পেয়েছে দক্ষিণ আফ্রিকা। এরপরেও পাত্তা দেয় নি কেউই। কিন্তু বাভুমা ইডেনে দেখিয়ে দিল সবাইকে। আগামীদিনে তাদের নিয়েই যে আলোচনা করবেন ক্রিকেট বিশেষজ্ঞরা তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

অপূর্ব বেরা, কাকদ্বীপ

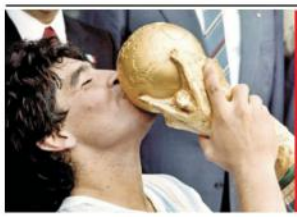

স্টেডিয়াম

রিচা ও দীপ্তিকে সম্বর্ধনা

বিশ্বকাপ জয়ের পর ভারতীয় দলের উচ্ছ্বাস কলকাতা ইডেন গার্ডেন্সে

নিজস্ব প্রতিনিধি- ভারতীয় মহিলা ক্রিকেট দলের বিশ্বকাপ জয়ের উদ্‌যাপন করল সিএবি। ইডেন গার্ডেন্স ক্লাব হাউসের সামনে হরমনপ্রীতদের অভিনন্দন জানিয়ে বিশাল কাট আউট দিয়ে সাজানো হয়েছিল। জার্সির নীল রংয়ের আদলে নীল আলোয় ঝলমল ইডেন। উচ্ছ্বসিত সিএবি প্রেসিডেন্ট। পাশাপাশি ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের পক্ষ থেকেও সম্বর্ধনা জানানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। ইতিমধ্যেই অভিনন্দন বার্তা পাঠানো হয়েছে।

ক্লান্তি কাটিয়ে ট্রফি জয় লক্ষ্যের

লক্ষ্য জেতার লক্ষ্যে লক্ষ্য

অস্ট্রেলিয়া- শেষ পর্যন্ত ট্রফি জিতলেন ব্যাডমিন্টন তারকা লক্ষ্য সেন। চলতি বছরের প্রথম খেতাব। অস্ট্রেলীয় ওপেন ৫০০ প্রতিযোগিতার ফাইনালে মাত্র ৪০ মিনিটেই বিশ্বের ১৪ নম্বর লক্ষ্য স্টেট গেমে হারান জাপানের ইউশি তানাকাকে। ম্যাচের ফল ২১-১৫, ২১-১১। গত ২২ নভেম্বর সেমিফাইনালে দ্বিতীয় বাছাই ও বিশ্বের ৯ নম্বর চিনা তাইপের চৌ তিয়েন চেনকে হারাতে ৮৬ মিনিট লড়াই করেছিলেন লক্ষ্য। ফাইনালে কোর্টের বাইরে উপস্থিত ছিলেন তাঁর বাবা ডি কে সেন। জয়ের পর ছেলেকে কোলে তুলে নেন তিনি। লক্ষ্য বলেন, "এবছর অনেক ওঠা-পড়া দেখছি। মরশুমের প্রথমদিকে আমার কিছু সমস্যা ছিল। এখন দারুণ মেজাজে রয়েছি।" লক্ষ্য শেষ ট্রফি জেতেন ২০২৪ সালে। এবছরের বেশ কিছু প্রতিযোগিতায় শেষ পর্যন্ত জয় পান নি। লক্ষ্যের খেলায় মুগ্ধ ভারতীয় কোচ এবং তাঁর মেন্টর বিমলকুমার।

মহিলা ক্রিকেট দলের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী

প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনে বিশ্বকাপ হাতে ভারতীয় ক্রিকেট তারকারা।

নয়াদিল্লি- প্রায় আট বছর আগে যখন প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন ক্রিকেট তারকারা, তখন তাঁদের হাতে কোন ট্রফি ছিল না। এবার ট্রফি নিয়েই এসেছেন। ৫ নভেম্বর প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনে যান হরমনপ্রীত কৌরের গোটা দলটা। মোদী ভারতীয় ক্রিকেটারদের ভূয়সী প্রশংসা করেন। স্মৃতি বলেছেন, প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্য আমাদের প্রেরণা। ক্রিকেটারদের সঙ্গে চুটিয়ে গল্প করেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি আবেদন জানান, যাতে ক্রিকেটাররা 'ফিট ইন্ডিয়া' বার্তা সর্বত্র ছড়িয়ে দেন।

ফেডেরার নির্বাচিত

নিজস্ব প্রতিনিধি- ২০২৬ সালের টেনিসের আন্তর্জাতিক হল অব ফেমে নির্বাচিত হয়েছেন কিংবদন্তি রজার ফেডেরার। ফেডেরার জানিয়েছেন, "হল অব ফেমে নির্বাচিত হতে পেরে গর্বিত।" কেরিয়ারে সবসময় টেনিসে ভাল উদাহরণ তৈরি করার চেষ্টা করেছি।

রাজ্যপাল সি ভি আনন্দ বোসের হাত থেকে পুরস্কার নিচ্ছেন রিচা।

জটে বিদ্ধ আই এস এল

নিজস্ব প্রতিনিধি- আই এস এল ক্লাবগুলোর অধিনায়ক এবং সিইও দের বৈঠক হল ১২ নভেম্বর। সেই বৈঠকে জট খোলে নি। সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশনের কাছে সকলে মিলে আর্জি জানিয়েছিলেন, দ্রুত আইএসএল শুরু করার জন্য। পরিস্থিতি সামাল দিতে ১৩ নভেম্বর বৈঠক করে এ আই এফ এফ। এই বৈঠক থেকেও কোন সমাধান সূত্র বের হয়নি। সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কেউই দরপত্র না দেওয়ার ফলে এই সমস্যা তৈরি হয়েছে। খেলোয়াড়রা কেন্দ্রীয় ক্রীড়ামন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করার কথা ভাবছেন।

বিশ্বকাপে এবার কুরাসায়ো

কুরাসায়ো- দেশটার আয়তন মাত্র ৪৪৪ বর্গকিলোমিটার। জনসংখ্যা মাত্র ১,৫৬,১১৫। দিল্লির পাশে নয়ডায় যত মানুষ থাকেন তার দশ ভাগের এক ভাগ। নরেন্দ্র মোদী ও ইডেন গার্ডেন্সে মোট যত দর্শক ধরে তার থেকেও কম লোক থাকেন দেশটিতে। ক্যারিবিয়ান দ্বীপপুঞ্জে অবস্থিত এই দেশটির নাম

কুরাসায়ো। অতীতে অর্থাৎ ২০১৮ সালে জনসংখ্যার বিচারে ছোট দেশ হিসেবে খেলার রেকর্ড গড়েছিল আইসল্যান্ড। তাদের জনসংখ্যা ছিল ৩ লক্ষ ৫০ হাজার। সেই রেকর্ড ভেঙ্গে দিল কুরাসায়ো। জামাইকার বিরুদ্ধে শেষ খেলায় ড্র করেছে কুরাসায়ো। ২০১০ সালে ফিফার সদস্যপদ অর্জন করে। বিশ্বকাপের বাছাই পর্বে বারমুডাকে ৭-০ গোলে হারায় কুরাসায়ো।

দৃষ্টিহীনদের বিশ্বকাপে জয়ী ভারত

দেশের পতাকা হাতে বিজয়ীরা

নিজস্ব প্রতিনিধি- নভেম্বরের একের পর এক ভালো খবর আসছে। বিশ্বকাপ জিতে ইতিহাস তৈরি করেছে ভারতীয় মহিলা ক্রিকেট দল। এবার ২৩ নভেম্বর নতুন করে আরেকটি ইতিহাস তৈরি করলেন দৃষ্টিহীন মহিলা ক্রিকেটাররা। প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত অপরাজিত থেকে দৃষ্টিহীন মহিলাদের টি টোয়েন্টি বিশ্বকাপে চ্যাম্পিয়ন হল ভারত। খেলোয়াড়দের অধিকাংশই এসেছেন গ্রাম থেকে। ছোটবেলা থেকেই বিভিন্ন প্রতিকূলকতার সঙ্গে লড়াই করতে হয়েছে তাঁদের। আবার কেউ-কেউ তিন-চার বছর হল খেলা শুরু করেছেন। তাঁদের পরিশ্রমের মূল্য সার্থক হল শেষ পর্যন্ত। নেপালকে সাত উইকেটে হারিয়ে জয়ী হল ভারতের মেয়েরা। প্রতিযোগিতায় ছ'টি দল অংশগ্রহণ করেছিল। ভারত, নেপাল, পাকিস্তান, শ্রীলঙ্কা, অস্ট্রেলিয়া ও আমেরিকা। ফাইনালের দিন টসে জিতে ভারত ফিল্ডিং নেয় ভারতের অধিনায়ক টিসি দীপিকা। নেপাল ২০ ওভার করে ১১৪-৫। জবাবে মাত্র ১২.১ ওভারে তিন উইকেট হারিয়ে প্রয়োজনীয় রান তুলে নেয় ভারত। সর্বোচ্চ রান করেন ভারতের ফুলা সরেন (৪৪)।

ভারতকে হোয়াইটওয়াশ করল দক্ষিণ আফ্রিকা

নিজস্বপ্রতিনিধি- গুয়াহাটিতেও লজ্জার হার ভারতের। সিরিজ জিতল দক্ষিণ আফ্রিকা। ২৫ বছর পর ভারতের মাটিতে টেস্ট সিরিজ জিতল তাঁরা। সাবাস বাভুমা। ম্যাচের সেরা মার্কো জানসেন। ভর দুপুরে ইডেনের গ্যালারিতে নিস্তব্ধতা। অথচ বাভুমা হাফ সেঞ্চুরি করার পর ইডেনে করতালির শব্দে টেকা দায়। সবাই যা প্রত্যক্ষ করলেন, তা কি বাস্তব? ইডেন টেস্ট জেতার পর খুবই সংযত ছিলেন বাভুমা। ১২৪ রান তাড়া করতে নেমে ভারত শেষ হয়ে গেল মাত্র ৯৩ রানে। দক্ষিণ আফ্রিকা সিরিজ ১-০ ব্যবধানে এগিয়ে গেল। স্পিনিং ট্র্যাক করে নিজেদের জালে ধরা পড়ল ভারত। কয়েক মাস আগেই নিউজিল্যান্ডের কাছে ঘরের মাঠে ঘূর্ণি উইকেটের জালে পড়ে ০-৩ ব্যবধানে হেরে গিয়েছিল টিম ইন্ডিয়া। ম্যাচের সেরা হয়েছেন সাইমন হার্মার। টসে জিতে বাভুমা বাট করার সিদ্ধান্ত নেওয়াটা ভুল হয়েছিল বলে অনেকে মনে করে। এগারোজন নির্বাচনে ভুল ভারত করে চলেছে। এই হারের পর গম্ভীরের প্রশ্ন করাই যেতে পারে যে, যশপ্রীত বুমরা,

সিএবি-তে সৌরভ গাঙ্গুলির সঙ্গে দেখা করলেন বাভুমা

মহম্মদ সিয়াজ, মহম্মদ শামির মতো দুনিয়া কাঁপানো ফাস্ট বোলার যাদের ঝুলিতে রয়েছে তারা কেন এমন আত্মঘাতী ঘূর্ণি পিচ বানাবে? শামি কেন ইডেনে না থেকে কল্যাণীতে ঘরোয়া ক্রিকেট খেলবেন?

দৃশ্য প্রতিবন্ধী বিশ্বজয়ী মহিলা ক্রিকেটারদের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী

এইডস এবং থ্যালাসেমিয়া প্রাক্ প্রচারের কয়েকটি বিশেষ মুহূর্ত

মুরারি পুকুর অঞ্চলে প্রচার চলছে

সাম্প্রতিক নর্থ-এ প্রচারে স্বয়ং সম্পাদক

দলবদ্ধভাবে বিদ্যাসাগর স্পোর্টিং ক্লাবে প্রচার

তাপস মহারাজকে র‍্যালির আমন্ত্রণ পত্র দিচ্ছেন নিবেদিতা আচার্য্য

হাইকোর্ট অঞ্চলে র‍্যালির প্রচার

অল মাই ফ্রেন্ডস সংস্থায় গিয়ে র‍্যালির প্রচার

মুরারি পুকুর অঞ্চলে একাধিক দিন র‍্যালির প্রচার

গ্রীন পার্কে থ্যালাসেমিয়ার বাহক রক্ত পরীক্ষার কাজ চলছে

কলকাতা পুরসভার অন্দরে স্বাস্থ্য শিবির

সন্তানের বিয়ে দিচ্ছেন ?

যার সঙ্গে বিয়ে দিচ্ছেন সে থ্যালাসেমিয়া বাহক কিনা দেখেছেন কী ?

থ্যালাসেমিয়া কী ? থ্যালাসেমিয়া একটি জিন ঘটিত রোগ

থ্যালাসেমিয়া রোগের লক্ষণ ঃ ১। রক্তে হিমোগ্লোবিনের পরিমাণ কমে যায়। ২। বয়স অনুযায়ী বাচ্চার বৃদ্ধি হয় না, কিন্তু প্লীহা (Spleen) বৃদ্ধি ঘটে, পরিণতি মৃত্যু।

থ্যালাসেমিয়া রোগের কারণ কি? ঃ যেকোন একজন থ্যালাসেমিয়া বাহক যদি অপর বাহককে বিয়ে করে তাহলেই পরের প্রজন্মে থ্যালাসেমিয়া অসুখ হবার সম্ভাবনা থাকবে। কিন্তু থ্যালাসেমিয়া বাহক কোন অসুখ নয়, বাহকের সঙ্গে সাধারণের বিয়ে হলেও পরের প্রজন্মের থ্যালাসেমিয়া অসুখ নিয়ে পৃথিবীতে আসবার কোন সম্ভাবনা থাকবে না।

থ্যালাসেমিয়া রোগ প্রতিরোধের উপায় - আমাদের আবেদন

সুজনেষু,

আসুন, জন্মানোর এক বছর পর থেকে বিবাহের আগে পর্যন্ত থ্যালাসেমিয়া বাহক রক্ত পরীক্ষা করে / করিয়ে এবং দুজন বাহকের মধ্যে বিবাহ না দিয়ে আপনিও থ্যালাসেমিয়া মুক্ত সমাজ গড়ার শরিক হোন।

ডাঃ ভাস্করমণি চ্যাটার্জী, সভাপতি
সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনসন ফেডারেশন

সহ সভাপতি
স্বামী সারদাত্মানন্দ মহারাজ ও ডাঃ শেখর ঘোষ
সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনসন ফেডারেশন

সঞ্জীব আচার্য্য, সম্পাদক
সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনসন ফেডারেশন

কার্যকরী কমিটির অন্যান্য সদস্যবৃন্দ ঃ ডাঃ প্রভাত ভট্টাচার্য, তিনকড়ি দত্ত, অজয় চৌবে ও মৃদুল ব্যানার্জি

সদস্যবৃন্দ ১) সন্দীপ মিল, ২) শীলা নন্দী, ৩) মালঞ্চ সাহা, ৪) রুবী মণ্ডল, ৫) এস এস চন্দ্র, ৬) গোপাল সাহা, ৭) সুদীপা কর্মকার, ৮) বিবেকানন্দ ঘোষ, ৯) অশোক পাল, ১০) প্রিয়জিত ভৌমিক, ১১) রামপ্রসাদ চক্রবর্তী, ১২) সুকোমল দে, ১৩) সঞ্জয় সেনগুপ্ত, ১৪) নিবেদিতা আচার্য্য, ১৫) অভিষেক কুমার মিত্র, ১৬) নবনীতা পাল, ১৭) রণিতা মিত্র, ১৮) কুহু চ্যাটার্জি, ১৯) দেবশঙ্কর নন্দী, ২০) অদিতি বসু, ২১) মিতালি পাল, ২২) সৌমিত্র বসু, ২৩) সুচিত্রা মুখার্জি, ২৪) আবীর চ্যাটার্জি, ২৫) সঞ্জয় সাহা, ২৬) আশীষ ভট্টাচার্য্য, ২৭) স্বপন কুমার ভুঁইয়া, ২৮) সেখ নাজিবুর রহমান, ২৯) তৃষা বসু, ৩০) ঝর্ণা সাহা, ৩১) অনুরাধা মণ্ডল, ৩২) শুভ্রজিৎ দত্তগুপ্ত, ৩৩) রেবা রায়, ৩৪) বৈজন্তী নন্দন, ৩৫) কণিকা বিশ্বাস, ৩৬) সীমা সাহা, ৩৭) বুমা দে, ৩৮) ইন্দ্রজিৎ চক্রবর্তী, ৩৯) স্বপন দে, ৪০) জয়দেব দে, ৪১) পৌলমি ভট্টাচার্য্য, ৪২) অবন্তী পাল, ৪৩) লীলাবতী মল্লিক, ৪৪) কেয়া ঘোষ, ৪৫) সুরজিৎ দত্ত, ৪৬) মুনমুন হোড়, ৪৭) দিলীপ হোড়, ৪৮) সাগর দত্ত, ৪৯) নীলিমা বর্মণ, ৫০) রজত বোস, ৫১) পাপান বৈরাগী, ৫২) অয়ন ধর, ৫৩) প্রীতম ধর, ৫৪) সুচিত্রা মুখার্জি, ৫৫) রীতা ব্যানার্জি, ৫৬) সৌরভ চক্রবর্তী, ৫৭) মল্লিকা ভট্টাচার্য্য।

সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনসন ফেডারেশন থ্যালাসেমিয়া ক্যাম্প ও বাহক রক্ত পরীক্ষার জন্য যোগাযোগ করুন

১০, ভূপেন বোস এভিনিউ, কোলকাতা-৭০০ ০০৪, যোগাযোগ ঃ ৯৮৩০৫ ৬০২৯৬

Owner- Sanjib Acharya, Printer-Sanjib Acharya, Publisher- Sanjib Acharya, Published from- 122/2, Panchanantala Road , P.O.Paschim Putiary, Kolkata- 700 041, District- South 24 Parganas, Printed from- Diamond Art Press, 37/A, Bentinck Street, Kolkata-700 069, Editor- Sanjib Acharya. Editorial and Corporate Office : 98305 60296.